Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শিরক-বিদআত নির্মূলে উম্মাতে মুসলিমার করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে সালমা শান্তি

রোলঃ 228020476

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শিরক-বিদআত নির্মূলে উম্মাতে মুসলিমার করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে সালমা শান্তি

রোলঃ 228020476

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " শিরক-বিদআত নির্মূলে উম্মাতে মুসলিমার করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে সালমা শান্তি, আইডিঃ 228020476 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " শিরক-বিদআত নির্মূলে উম্মাতে মুসলিমার করণীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Shanti

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

উম্মে সালমা শান্তি

আইডিঃ 228020476

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান রব আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলার, যিনি মানুষকে সঠিক ও ভুল নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন । দরুদ ও সালাম তাঁর জন্য যিনি আমাদেরকে সঠিকভাবে জীবন-যাপন করার জন্য তাঁর সুন্নাহ দিয়ে গিয়েছেন। একজন মানুষের মুসলিম হয়ে উঠার জন্য প্রথম ও প্রধান বিষয় হচ্ছে ঈমান। ঈমানের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ বা একত্ববাদ। শিরক ও বিদআত হচ্ছে এই মূল ভিত্তির বিপরীত। ঈমান যেমন একজন সাধারন মানুষকে মুসলিমের মর্যাদা দান করে। তেমনি শিরক ও বিদআত একজন মানুষকে করে তোলে মুশরিক, কাফের।

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। শয়তান সবসময় মানুষকে দিয়ে অপকর্ম করানোর চেষ্টা করে। আর সবচেয়ে বড় অপকর্ম গুলোর মধ্যে অন্যতম শিরক ও বিদআত। যুগে যুগে শয়তান তার সংকল্প বাস্তবায়ন করেছে মানুষকে শিরক ও বিদআতে লিপ্ত করে। আর যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা নবী রাসূল কে পাঠিয়েছেন মানুষকে শিরকের অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোর দিকে আনার জন্য। বর্তমানে শিরক ও বিদআতের মত এত বড় বড় গুনাহ গুলো ঘটার একটি   প্রধান কারণ হলো এগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব। রাসূলের সা. মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু মুসলমানদের করণীয় একে অপরকে এ বিষয়ে সচেতন করা।

অনেক মুসলমান রয়েছে যারা এ শিরক ও বিদআত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় নানাভাবে শিরক ও বিদআতে লিপ্ত হচ্ছে। মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করা। আর আমার লিখাটিতে শিরক ও বিদআত নির্মূলে উম্মাতে মুসলিমার করণীয়ই তুলে ধরা হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার্থে আমার লেখাটিকে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। প্রথম অংশে শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও শিরক নির্মূলে মুসলিম উম্মাহর করণীয় । এবং দ্বিতীয় অংশে বিদআত সম্পর্কে আলোচনা ও বিদআত নির্মূলে উম্মতে মুসলিমার করণীয়। আল্লাহ আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। এর মাধ্যমে যেন মানুষ উপকৃত হতে পারে সেই তৌফিক দান করুন। হে আল্লাহ, এই লিখায় আপনি বারাকাহ দিন, আর কোন ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আপনার একান্ত ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমিন ইয়া রব্বিল আলামিন।

শিরক কাকে বলে

শিরক শব্দের অর্থ শরিক করা, মিলানো, অংশীদারিত্ব বা সমান করা। আল্লাহর সত্তা বা গুণাবলীর সাথে কাউকে শরিক করা, অংশীদারিত্ব করা বা সমান মনে করাকেই শিরক বলে। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর কোন বিষয়ে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা বা আল্লাহর প্রাপ্য কোন ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য পালন করাকে শিরক বলে। এক কথায় বলতে গেলে, আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোন বিষয় অন্য কাউকে অংশীদার বানানোই শিরক।মহান আল্লাহ বলেন:

فلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

অতএব তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।(সূরা বাকারা: ২২)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রা.বলেন,

سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أى الذنب عند الله أكبر قال أن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

"আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কঠিন পাপ কী? তিনি বলেন: সবচেয়ে কঠিন পাপ এই যে, তুমি আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। "(বুখারী, মুসলিম)

শিরকের প্রকারভেদ

শিরক কত প্রকার :

শিরক মূলত চার প্রকার। যথা:-

১. আশ্ শিরকু ফিয যাত

২.আশ্ শিরকু ফির রুবুবিয়্যাহ্

৩. আশ্ শিরকু ফিল উলুহিয়্যাহ্

৪.আশ্ শিরকু ফিল আসমা ওয়াস সিফাত

নিম্নে এগুলোর পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো:

১. আশ্ শিরকু ফিয যাত

আল্লাহ্ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁর কোনো সন্তান নেই। আল্লাহ্ ব্যতীত আরো ইলাহ, রব আছে বলে বিশ্বাস করা, আল্লাহর স্ত্রী,সন্তান আছে বলে ‘আকীদা পোষণ করা, আল্লাহর সত্তার ক্ষেত্রে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত।আল্লাহর সন্তান আছে বলে স্বীকার করাও সত্তাগত শিরকের অন্তর্ভুক্ত। সূরা ইখলাসের আল্লাহ বলেন:

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَد ٌ

বলো তিনি আল্লাহ (যিনি) অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ।তিনি কাউকে জন্ম দেননি ও তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি।আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

আল্লাহ তা আলা আরও বলেন :

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

তিনি হলেন যাঁর রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে।(সূরা ফুরকান: ২)

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন ভিন্ন ইলাহ না থাকার ব্যাপারটি পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেন :

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।(সূরা আল মুমিনুন :৯১)

২. আশ্ শিরকু ফির রুবুবিয়্যাহ্

আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় অন্য কাউকে অংশীদার বলে বিশ্বাস করা। আল্লাহর কাজে অন্যকে শরীক করা। যেমন: সৃষ্টি করা, জীবন-মৃত্যু দেয়া, বিপদ থেকে উদ্ধার করা, আইন দেয়া, আসমান জমিন পরিচালনা করা ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। এ সমস্ত বিষয়ে অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে শরিক করা হলো আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক।

যদি কেউ বিশ্বাস পোষণ করে যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ বাঁচাতে পারে, সন্তান দিতে পারে, তাহলে সে আল্লাহর সাথে রুবুবিয়্যাহ এর ক্ষেত্রে শরীক করল। এমনিভাবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আইনদাতা বা বিধাতা বলে বিশ্বাস করা। এ

সমস্ত বিশ্বাসই আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ এর ক্ষেত্রে শরীক করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের একমাত্র মালিক । আল্লাহ বলেন :

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ,

অর্থাৎ, "জেনে রাখুন সৃষ্টি ও হুকুম একমাত্র তাঁরই।" (আল 'আরাফ:৫৪)

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ۖ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

বলুন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? দেখাও আমাকে তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা নভোমন্ডল সৃজনে তাদের কি কোন অংশ আছে? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরস্পরাগত কোন জ্ঞান আমার কাছে উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।(সূরা আহক্বাফ:৪)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ

বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না?(সূরা কাসাস :৭১)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।(সূরা আলে ইমরান :২)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?(সূরা আনকাবুত :৬১)

৩. ফিল উলুহিয়্যাহ্ শিরক

'ইবাদাতে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করার নাম হচ্ছে শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ্। এটাকে শিরক ফিল উবূদিয়্যাহ বা শিরক ফিল 'ইবাদাহও বলা হয়। এটাই হলো মূল

শিরক। জাহেলি যুগে এ শিরকই প্রচলিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন মূলত: তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ্ এর প্রতি দাওয়াত দেওয়া এবং শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ্কে নিষেধ করার জন্য।আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থাৎ, "আল্লাহর ইবাদাত করা ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি।" (আন নাহল: ৩৬)

মুশরিকরা সাধারণত আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা, জীবন-মৃত্যু দাতা বলে বিশ্বাস করে। তাদের মূল শিরক হচ্ছে'উবুদিয়্যাতের ক্ষেত্রে রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে নয়। আল্লাহ্ তায়া'লা তাদের ঈমান সম্পর্কে বলেনঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

'তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, কিন্তু তারা মুশরিক।'(সূরা: ইউসুফ : ১০৬)

এ ধরনের ঈমান যথেষ্ট নয় বলেই আল্লাহ্ বলেন:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করে নি, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা, তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।'(আল-আন'আম :৮২)

এখানে যুলুম বলতে শিরক বুঝানো হয়েছে। যেমন: সূরা লোকমানে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

'স্মরণ কর, যখন লোকমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার ছেলেকে বলল, হে প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করোনা। নিশ্চয় শিরক হচ্ছে বড় যুলম। '(সূরা: লোকমান : ১৩)

আশ্ শিরক ফিলউলুহিয়্যাহ বা আশ্ শিরক ফিল 'উবুদিয়্যাহ দুই প্রকার-

১. আশ্ শিরকুল আকবার বা বড় শিরক

২. আশ্ শিরকুল আসগার বা ছোট শিরক

এগুলোর আলোচনা সামনে করা হবে।

৪. শিরক ফিল আসমা ওয়াস সিফাত:

আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে কাউকে অংশিদার মনে করা শিরক। আল্লাহর নামসমূহ দুই প্রকার। যথা:

ক. আল্লাহর সত্তাগত নাম: কতিপয় আল্লাহর সত্তাগত নাম রয়েছে। এই নামগুলো অন্য কারো নামকরণ করা হলে, তা হবে আল্লাহর সত্তাগত নামের সাথে শিরক। তবে আল্লাহর সিফাতি নামের সাথে মিল রেখে নাম রাখলে, এতে শিরক হবে না।

খ. আল্লাহর গুণবাচক নাম: কিছু গুণবাচক নাম আল্লাহর রয়েছে।যেমন আল্লাহ বলেনঃ

اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى

"আল্লাহর ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ।(সূরা ত্বাহা:৮)

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

"আল্লাহর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ, সুতরাং তাঁকে ঐ সব নামে ডাক।(সূরা আল আরাফ:১৮০)

হাদিসে এসেছে :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال " إن الله تسعة وتسعين إسما مالة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة

"আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 'আল্লাহর নিরানব্বইটি অর্থাৎ একটি কম একশটি নাম আছে। যে এ নামগুলো মুখস্থ করবে,সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।"

এই গুণবাচক নামের শিরক হলো দুই প্রকার। যথা:

প্রথম প্রকার: এমন সমস্ত গুণ যা আল্লাহর মাঝেও রয়েছে এবং মাখলুকের মাঝেও রয়েছে। যেমন: দেখা, শোনা, শক্তি, ক্ষমতা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে মাখলুকের গুণাবলিকে আল্লাহর গুণাবলির সাথে তুলনা করা হলে,যেমন :মানুষ আল্লাহর মতো করে দেখে, শুনে, শক্তি বা ক্ষমতা রাখে তাহলে আল্লাহর গুণাবলিতে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত হবে।

দ্বিতীয় প্রকার: যে সমস্ত গুণ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, সে সমস্ত গুণে অন্য কাউকে গুণান্বিত করা। যেমন: গায়েব জানা একমাত্র আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। অন্য কেউ গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করা আল্লাহর গুণাবলিতে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত হবে

গায়েব এর ইলম একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। নবী রাসূল ওলী কেউই এ সম্পর্কে অবগত নন। আল্লাহ বলেন-

عالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَلَيْهِ أحدا إلا من اراضي من رسول ...... 'তিনি (আল্লাহ) গায়েবের জ্ঞানী, তাঁর মনোনীত রাসূল বাতীত অপর কারো নিকট তাঁর গায়েব প্রকাশ করেন না।

ولو كنت أعلم الغيب لاستكرات من الخير وما نسي السوء

'আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম, তবে তো আমি প্রসূত কল্যাণই লাভ করতাম, কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না।(সূরা আল আরাফ ১৮৮)

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

'আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর গায়েব এর আন একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে।(সূরা নামল:৭৭)

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে শিরককারীর পরিণতি বিবেচনা করলে শিরককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১.শিরকে আকবার

২ শিরকে আসগার

এই দুই প্রকারের শিরকই হলো শিরক ফিল উলুহিয়্যাহ এর অংশ।

শিরকে আকবার বা বড় শিরক

আল্লাহর সাথে কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা। এর মাধ্যমে মুমিন ঈমান থেকে বের হয়ে চিরজাহান্নামী হয়ে যায়। তাওবা ব্যতীত তার মুক্তির কোনো উপায় থাকে না। যেমন: মাজার-কবর ও মূর্তি কেন্দ্রিক শিরক, গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা ও মানত করা, গায়রুল্লাহ্কে ডাকা, গায়রুল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা, গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা।

ভয়, আশা, তাওয়াক্কুল ও মুহাব্বতের ক্ষেত্রে শিরক, আইন প্রণয়ন, আনুগত্য ও দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে শিরক, জাদু বিদ্যা ও জাদুকর, আররাফ, জ্যোতিষ, কু-লক্ষণে বিশ্বাস, নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস, বিপদ-আপদ থেকে বাঁচার জন্য তাগা, তাবিজ, সুতা, আংটি, ব্রেসলেট ইত্যাদি ব্যবহার করা। রাসূলুল্লাহ- সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

এর সৃষ্টির ‘আকীদায় শিরক, নবী-রাসূল বা ওলীগণ সর্বত্র হাজির হতে পারেন বলে বিশ্বাস।আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

ُإِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করার অপরাধ কখনোই ক্ষমা করেন না। তবে তিনি এ ছাড়া অন্যান্য সকল গুনাহ্ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে দেন। (নিসা: ৪৮)

এ ধরনের শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। জাহান্নামই হবে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

ٍإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং জাহান্নামকে করেন তার ঠিকানা। এরূপ অত্যাচারীদের জন্য তখন আর কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (মায়িদাহ: ৭২)

প্রচলিত কিছু শিরকে আকবার

১.কবর পূজা
২.গাইরুল্লাহর নামে মানত করা
৩.গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা
৪.গাইরুল্লাহর নামে জবেহ করা
৫.ফরিয়াদের শিরক
৬.আশ্রয়ের শিরক
৭.আশা ও বাসনাই শিরক
৮.ভালোবাসায় শিরক
৯.তাওয়াফের শিরক
১০.তাওবার শিরক
১১.ভয়ের শিরক
১২.সুপারিশের শিরক
১৩.সাহায্য প্রার্থনাই শিরক

১৪.একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়াও অন্য কোন নবী, ওয়ালী বা অন্য কোন পীর বুজুর্গ সবকিছু শুনতে বা দেখতে পান এমন মনে করার শিরক
১৫.এ বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হাত আছে মনে করার শিরক
১৬.আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানেন এমন মনে করার শিরক
১৭.আল্লাহ ছাড়া কেউ সন্তান-সন্ততি দিতে পারে এমন মনে করার শিরক
১৮.আল্লাহ ছাড়া কেউ সুস্থতা দিতে পারে এমন মনে করার শিরক
১৯.আল্লাহর তাওফিক ছাড়াও কেউ ইচ্ছে করলেই কোন ভাল কাজ করতে ও কোন কাজ খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে এমন মনে করার শিরক
২০.আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ নিজ ইচ্ছায় কারো কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে এমন মনে করার শিরক
২১.আল্লাহ ছাড়াও কেউ কাউকে জীবন বা মৃত্যু দিতে পারে এমন মনে করার শিরক
২২.দেবতা, মূর্তি, মাজার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কিছু পেশ করা।

উপরে উল্লেখিত শিরকে আকবারগুলো থেকে নিচে কয়েকটি শিরকে আকবার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

কবর পূজা

কবরকে মসজিদ বানানো, কবরকে সামনে রেখে ইবাদত করা, কবরকে উঁচু করা, কবরে বাতি জ্বালানো, কবরের উপর চাঁদর জড়ানো ও কবরকে কেন্দ্র করে লোক জমানো সবগুলোই কবিরা গুনাহ। বর্তমানে আহ্বান, ফরিয়াদ, আশ্রয়, আশা, রুকু, সিজদাহ, বিনম্রভাবে কবরের সামনে দাঁড়ানো, তাওয়াফ, তাওবা, জবাই, মানত, আনুগত্য, ভয়, ভালোবাসা, তাওয়াক্কুল, সুপারিশ ও হিদায়াত কামনা করার মত সব কাজই যে কোন কবরের পার্শ্বে নির্বিঘ্নে চর্চা করা হচ্ছে। কবর সংক্রান্ত এই সবগুলো কাজই স্পষ্টত শিরক তথা হারাম । অথচ হাদিসে আছে

ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتحدين عليها المساجد والسرج

ইবনু 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্, সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদের উপর এবং ঐ সমস্ত

লোকদের উপর যারা কবরের উপর মসজিদ বানায় এবং বাতি জ্বালায়। (আবু দাউদ: সুনানু আবী দাউদ, স. ৩২৩৯ তিরমিযী, জামে', স. ৩২০)

গাইরুল্লাহর নামে মানত করা

মানত' শব্দের আভিধানিক **অর্থ** হলোঃ উৎসর্গ করা, নিবেদন করা, প্রতিজ্ঞা করা, উপঢৌকন বা উপহার দেয়া ইত্যাদি। আর 'মানত' শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলোঃ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় আল্লাহর নামে কোন কিছু উৎসর্গ করা বা দান করা। এমনিভাবে কোন ইবাদত করার সংকল্প বা প্রতিজ্ঞা করাকে 'মানত' বলা হয়। এটা ইসলামী শরী'য়াত মুতাবিক জায়েয।

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه

"আয়িশা রা. হতে বর্ণিত। রাসূল সা.বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মান্নত করবে, সে তা পূরা করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কাজের মান্নত করে, সে তা পূরণ করবে না। "(সহীহুল বুখারী, স. ৬০৯৯৬, ৬৭০০)। রাসূল সা.বলেছেন-

الاوفاء لنذر في معصية الله

"আল্লাহর অবাধ্যতায় মান্নত পূর্ণ করতে নেই।"(সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ ছাড়া গাইরুল্লাহর নামে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারুর নামে কোনরকম মানত করা সম্পূর্ণ হারাম বা শির্ক। যেমন মাজারে শিরনি, পশু পাখি ইত্যাদি মানত করা শিরক।

গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা

কারো নামে শপথ করার দুটি উদ্দেশ্য থাকে।

(ক) যার নামে শপথ করা হচ্ছে, তার অধিক গুরুত্ব বুঝানো।

(খ) বিষয়টিকে শক্তিশালী করা।

আল্লাহ্ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ , সবচেয়ে ক্ষমতাবান। অতএব শপথ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর নামে। এতে বিষয়টিও সবচেয়ে শক্তিশালী হবে। অন্য কারো নামে শপথ করা হবে শিরক। তবে আল্লাহর জন্য যে কোন মাখলুকের নামে শপথ করা বৈধ । যেমন আল্লাহ্ তীন, যায়তুন, সূর্য ইত্যাদির নামে কসম খেয়েছেন।

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"

'উমার ইবন খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করল সে কুফর বা শিরকের কাজ করল।(আত তিরমিী সুনানুত তিরমিযী, সং ১৫৫৩, আল হাকিম, মুসতাদরাক, ১/১৮)

জবাইয়ের শিরক

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর নৈকট্য লাভের জন্য যে কোন পশু জবাই করাই হচ্ছে জবাইয়ের শিরক । চাই তা আল্লাহ্ তা'আলা'র নামেই জবাই করা হোক বা অন্য কারোর নামে। চাই তা নবী, ওলী, বুযুর্গ বা জিনের নামেই হোক বা অন্য কারোর নামে।

সাওয়াবের আশায় কোন পশু জবাই করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শিরক।আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ . وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ(ِ

অর্থাৎ আপনি বলে দিনঃ আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মরণকালের সকল নেক আমল সারা জাহানের প্রভু একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এরই জন্যে আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই আমার উম্মতের সর্বপ্রথম মুসলমান।(আন'আম। ১৬২-১৬৩)।আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন

فصل الربك والحريم

অর্থাৎ সুতরাং আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ুন ও কুরবানি করুন। (কাউসার। ২)

'আলী রা.থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেনঃ

ِلَعَنَ اللَّهُ لِمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত (নিজ রহমত হতে বঞ্চিত) করেন সে ব্যক্তিকে যে তিনি ব্যতীত অন্য কারোর জন্য পশু জবেহ্ করে। (মুসলিম, হাদীস ১৯৭৮)

সালমান ফারসী) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَرَّ رَجُلانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يُجَاوِزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبَ ،

قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، قَالُوا: قَرِبْ وَلَوْ ذُبَابًا ، فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَدَخَلَ النَّارَ ، وَقَالُوا لِلْآخَرِ: قَرِبْ ، قَالَ: مَا كُنتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি জান্নাতে গিয়েছে একটি মাছির জন্যে। আর অন্য জন জাহান্নামে। শ্রোতারা বললোঃ তা কিভাবে? তিনি বললেনঃ একদা দু' ব্যক্তি কোন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তাদের ছিলো একটি মূর্তি। যাকে কিছু না দিয়ে তথা দিয়ে অতিক্রম করা ছিলো যে কোন ব্যক্তির জন্য দুষ্কর। অতএব তারা এদের একজনকে বললোঃ মূর্তির জন্য কিছু পেশ করো। সে বললোঃ আমার কাছে দেয়ার মতো কিছুই নেই। তারা বললোঃ একটি মাছি হলেও পেশ করো। অতএব সে একটি মাছি পেশ করলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। তাতে করে শির্ক করার দরুন সে জাহান্নামী হয়ে গেলো। তেমনিভাবে তারা অন্য জনকে বললোঃ মূর্তির জন্য কিছু পেশ করো। সে বললোঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর জন্য কোন নজরানা পেশ করতে পারবোনা। তাতে করে তারা ওকে হত্যা করলো এবং সে জান্নাতী হলো। (আহমাদ/যুহদ: ১৫)

গাইরুল্লাহের নামে কুরবানির গোস্ত খাওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدم ولحم الجزير وما أهل به لغير الله

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোস্ত এবং যা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর নামে জবেহ করা হয়েছে। (বাকারাহ: ১৭৩)

ফরিয়াদের শিরক

একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা, যে ধরনের সাহায্য আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারে না তাই হচ্ছে ফরিয়াদের শিরক। যেমন অসুস্থকে সুস্থ করা,বিপদ থেকে উদ্ধার করা ইত্যাদি। যে কোন সঙ্কট মুহূর্তে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করা হলে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সে ফরিয়াদ শুনে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُم

অর্থাৎ স্মরণ করো সেই সংকট মুহূর্তের কথা যখন তোমরা নিজ প্রভুর নিকট কাতর স্বরে প্রার্থনা করেছিলে তখন তিনি তোমাদের সেই প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। (আনফাল্: ৯)

মক্কার কাফিররা সংকট মুহূর্তে নিজ মূর্তিদের কথা ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই ফরিয়াদ করতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সেই সংকট থেকে উদ্ধার করতেন। এরপর তারা আবারো আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমান যুগের কবর বা পীর পূজারীরা আরো অধঃপতনে পৌঁছেছে। তারা সংকট মুহূর্তেও আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে নিজ পীরদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে বলেনঃ

(فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ، فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُون

অর্থাৎ তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকে। অন্য কাউকে নয়। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে পানি থেকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছে দেন তখন তারা আবারো তাঁর সাথে শিরকে লিপ্ত হয়। (আনকাবুত: ৬৫)

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন যে আল্লাহ ছাড়া কেউ দুঃখ দূর করতে পারবেনা ।আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْكُم مِن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كشف السر عنكم ولا تحويلا

অর্থাৎ আপনি বলে দিনঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া যাদেরকে পূজ্য বানিয়েছো তাদেরকে ডাকো। দেখবে, তারা তোমাদের কোন দুঃখ দুর্দশা দূর করতে পারবে না। এমনকি সামান্যটুকু পরিবর্তনও নয়।(ইসরা/বানী ইসরাঈল। ৫৬)

তিনি আরো বলেনঃ

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الأَرْضِ ، أَإِلَهُ مَعَ اللهِ ، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُون)

অর্থাৎ মূর্তীদের উপাসনা করাই উত্তম না সেই সত্তার উপাসনা যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন, বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং যিনি পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার সমকক্ষ অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে

থাকো। (নামল: ৬২)

আশা বা বাসনায় শিরক

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারোর নিকট আশা, কামনা বা বাসনা করাই হচ্ছে আশা বা বাসনার শিরক।যেমন গাইরুল্লাহর নিকট সন্তান কামনা করা যেমন :গাইরুল্লাহের নিকট সন্তান কামনা করা। আলী রা.

ُلا يَرْجُو عَبْدُ إِلَّا رَبَّه

অর্থাৎ বান্দাহ্'র নিশ্চিত কর্তব্য হলো এইযে, সে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই কোন কিছু কামনা করবে। অন্য কারোর নিকট নয়।

আশ্রয়ের শিরক

ক্ষতিকর কোন ব্যক্তি বা বস্তু অনিষ্ট হতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নিকট সাহায্য চাওয়া বা আশ্রয় প্রার্থনা করাই আশ্রয়ের শিরক। আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ইবাদত কিন্তু গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা শিরক।তবে যে আশ্রয় দেয়া মানুষের সাধ্যে আছে সেটা মানুষের কাছে চাওয়া যেতে পারে কিন্তু পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে আল্লাহর প্রতি। মনে বিশ্বাস রাখতে হবে আল্লাহ না চাইলে সে এই আশ্রয়টিও দিতে পারত না। আল্লাহ বলেন :

وَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ
تَحْضُرُونَ

অর্থাৎ আর আপনি বলুনঃ হে আমার প্রভু! আমি শয়তানের প্ররোচনা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করি তাদের উপস্থিতি হতে। (মু'মিনূন: ৯৭-৯৮)

মানব শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও একমাত্র তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেনঃ

ُفَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير

অর্থাৎ অতএব আপনি (ওদের শত্রুতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য)একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই শরণাপন্ন হোন। তিনিই তো সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। (গাফির/মু'মিন: ৫৬)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে আরো ব্যাপকভাবে তাঁর আশ্রয় চাওয়া শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেনঃ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

অর্থাৎ আপনি বলুনঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি প্রভাতের প্রভুর তাঁর সকল সৃষ্টি, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত, গ্রন্থিতে ফুৎকারকারিনী নারী এবং হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে। (ফালাক্ব: ১-৫)

তেমনি আল্লাহতায়ালা সূরা নাসের মাধ্যমেও রাসূলকে(সা.) তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বিশেষ প্রয়োজনে সকলকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাওয়া শিখিয়েছেন। অন্য কারোর নয়। খাওলা বিন্তে হাকীম(রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল(সা.) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন জায়গায় অবস্থান করে বলবেঃ আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ বাণীর আশ্রয় চাচ্ছি তাঁর সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে তাহলে উক্ত স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন বস্তু বা ব্যক্তি তার এতটুকুওক্ষতি করতে পারবে না। (মুসলিম, হাদীস ২৭০৮ তিরমিযী, হাদীস ৩৪৩৭)

ভালোবাসায় শিরক

যদি কাউকে এমন ভাবে ভালোবাসা হয় যাতে তার আদেশ-নিষেধকে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধের উপর প্রাধান্য দেয় অথবা একই পর্যায়ের মনে করে তবে সেটাই হলো ভালোবাসায় শিরক । তাতে অভূতপূর্ব সম্মান অধীনতা ও আনুগত্যের সংমিশ্রণ থাকে।এই জাতীয় ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই হতে হবে গাইরুল্লাহের জন্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَمِن الناس من يتجد من دون الله أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُب الله . وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلهِ ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ أَنَّ الْقُوَّةَ للهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

অর্থাৎ মানবমণ্ডলীর অনেকেই এমন যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যকে শরীক করে। তারা ওদেরকে এমনভাবে ভালোবাসে যেমন ভালোবাসে আল্লাহ তা'আলাকে। তবে ঈমানদার ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই সর্বাধিক ভালোবাসে। জালিমরা

যদি শাস্তি অবলোকন করে বুঝতো যে, সমুদয় শক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। (বাক্বারাহ: ১৬৫)
স্বাভাবিক ভালোবাসা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারুর জন্য হতে পারে যেমন ক্ষুধার্তের ভালোবাসা আহারের জন্য, সন্তানের জন্য পিতার, স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা। তবে এ সকল ভালবাসাকে আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার উপর কোনোভাবেই প্রাধান্য দেয়া যাবে না। তাহলে তা শিরককে পরিণত হবে।
নিজের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালোবাসা আছে বুঝার কয়েকটি উপায় আছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, সর্বক্ষেত্র আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছাকে নিজ ইচ্ছার ওপর প্রাধান্য দেয়া। সকল বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত বিধি-বিধান মেনে চলা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم

অর্থাৎ (হে নবী!) আপনি বলে দিনঃ যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে সত্যিকারার্থে ভালোবেসে থাকো তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করো। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা সত্যিই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (আল-ইমরান: ৩১)

ভয়ের ক্ষেত্রে শিরক

আশা ও ভয়ের সংমিশ্রণকেই ঈমান বলা হয়। কিন্তু সেই ভয় একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রতি হওয়া উচিত। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার আযাবের ভয় জাহান্নামের ভয় ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ কারো পক্ষে অপ্রকাশ্যভাবে দুনিয়া বা আখেরাত সংক্রান্ত যেকোনো ক্ষতি সংঘটন করতে পারে বলে বিশ্বাস করাই হচ্ছে ভয়ের ক্ষেত্রে শিরক।

ভয় সাধারণত ৩ প্রকার

১.অদৃশ্যের ভয়

আল্লাহ ছাড়া জিন, ভূত, মূর্তি, দেবতা, মৃত ও তাগুদকে ভয় করা যে এরা তার ক্ষতিসাধন করতে পারবে। এটা শিরক।

২.কোন মানুষের ভয়
কোন প্রভাবশালী মানুষের ভয়ে ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয়া শরীয়তের হুকুম আহকাম পালনে ভয় পাওয়া। এটা হারাম ও শিরকে আসগার
৩.স্বাভাবিক ভয়
সহজাত ভয়কে বুঝানো হয় যেমন শত্রু, সিংহ ইত্যাদি দেখে ভয় পাওয়া। এ জাতীয় ভয় দূষণীয় নয়।
আর এক প্রকারের ভয় আছে, যেটা প্রশংসনীয়, সেটা হচ্ছে আল্লাহর ভয়। এ জাতীয় ভয় কারোর মধ্যে না থাকলে কখনোই তার পক্ষে কোন গুনাহ'র কাজ থেকে বাঁচা সম্ভবপর নয়। এ জাতীয় ভয় ইহসানের অন্তর্ভুক্ত।কোর'আন ও হাদীস এ জাতীয় ভয় প্রদর্শনে পরিপূর্ণ। তবে শুধু ভয় প্রদর্শনই নয় বরং পাশাপাশি এর উপকারিতাও বর্ণনা করা হয়েছে।আল্লাহ বলেনঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিতির ভয় পায় তার জন্যই রয়েছে দু'টি জান্নাত। (রাহমান: ৪৬)
তিনি আরো বলেনঃ

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ

অর্থাৎ জান্নাতীরা তখন বলবেঃ আমরা ইতিপূর্বে দুনিয়াতেও পরিবার-পরিজনের সাথে থাকাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে শংকিত ছিলাম। (তূর: ২৬)

তাওবার শিরক

তাওবার শিরক বলতে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর নিকট তাওবা করাকে বুঝানো হয়। কোন গুনাহ্ থেকে খাঁটি তাওবা করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা শিরক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই তাওবা করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (নূর: ৩১)
সকল গুনাহ্ ক্ষমা করার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। অন্য কেউ নয়। সুতরাং একমাত্র তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। অন্য কারোর নিকট নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই গুনাহ্ মাফ করতে পারেন।(আ'ল-ইমরান: ১৩৫)

তাওয়াফের শিরক

তাওয়াফের শিরক বলতে একমাত্র আল্লাহর ঘর কাবা শরীফ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর তাওয়াফ করাকে বুঝায়। আল্লাহর ঘর ছাড়া অন্য কোন কিছু তাওয়াফ করলে তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

অর্থাৎ তারা যেন প্রাচীন গৃহ (কা'বা শরীফ) তাওয়াফ করে। (হাজ্জ: ২৯)

আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেনঃ

لا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ

অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবেনা যতক্ষণ না দাউস্ গোত্রের মহিলারা পাছা নাচিয়ে যুখালাসা নামক মূর্তির তাওয়াফ করবে।

(বুখারী, হাদীস ৭১১৬ মুসলিম, হাদীস ২৯০৬

আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক

প্রতিটি মু'মিনের কর্তব্য যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতাদের যে আদেশ পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্ বা তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা হবে, সেক্ষেত্রে তাদের আদেশ নিষেধ মানা নিষিদ্ধ, শিরকের অন্তর্ভুক্ত।আল্লাহ হালাল করেছেন এমন বিষয়কে হারাম করা, আল্লাহ হারাম করেছেন এমন বিষয়কে হালাল করার ব্যাপারে কোন আলিম, নেতা বা দলের আনুগত্য করা শিরক। আল্লাহ্ বলেনঃ

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن النار علم فِي شَيْءٍ فردوه إلى الله والرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخر ذلك خير وأحسن الأويلاً

'হে মুমিনগণ। তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসুলের এবং তোমাদের নেতাদের। যদি তোমরা মতবিরোধ কর কোন বিষয়ে তাহলে মিমাংসার জন্য ফিরিয়ে নাও সে বিষয়টিকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক আল্লাহ্

ও পরকালে। এটা হলো সর্বোত্তম পন্থা এবং পরিণতির দিক থেকে খুবই সুন্দর।(সূরা আন্ নিসা ৫৯) আল্লাহ বলেন:

َوَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُون

'যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তবে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।"(সূরা আল আনআম ১২১)

সুপারিশের শিরক

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর নিকট পরকালে সার্বিক মুক্তির জন্য গ্রহণযোগ্য কোনো সুপারিশ কামনা করাকে সুপারিশের শিরক বলে। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতা, নবী বা ওলীগণকে সুপারিশের অনুমতি দিয়ে তাঁদেরকে সম্মানিত করবেন। ব্যাপারটা এমন যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে কিছু গুনাহগারকে ক্ষমা করে তাদেরকে জান্নাত দিতে চান। কিন্তু তিনি তাদেরকে সরাসরি জান্নাতে না পাঠিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করা ও জান্নাতে পাঠানোর ব্যাপারে নিজ ফিরিশতা, নবী বা ওলীগণকে সুপারিশের অনুমতি দিয়ে তাঁদেরকে সম্মানিত করবেন। সুতরাং সুপারিশকারীরা সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নিশ্চিত ফায়সালার সামান্যটুকুও পরিবর্তন করতে পারবেনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

অর্থাৎ তিনি নিজ ফায়সালায় কাউকে শরীক করেন না। (কাহফ: ২৬)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য তথা তাঁরই ইখতিয়ারে। অন্য কারোর ইখতিয়ারে নয়। (যুমার: ৪৪)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلَا شَفِيعٍ ، أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

অর্থাৎ তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন অভিভাবকও নেই এবং সুপারিশকারীও। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (সাজদাহ্ : ৪)

সাহায্য প্রার্থনায় শিরক

আল্লাহই মানুষের একমাত্র সাহায্যকারী। সাহায্য প্রার্থনায় শিরক বলতে মানুষের সাধ্যের বাইরের এমন কোন সাহায্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নিকট কামনা করাকে বুঝানো হয়। এরকম সাহায্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিকটই কামনা করতে হয়। গাইরুল্লাহের নিকট নয়। তাহলে তা শিরকে পরিণত হয় । আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে প্রতি নামাযে এ বাক্যটি বলতে শিখিয়েছেনঃ

وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين

অর্থাৎ আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। (সূরা ফাতি'হা: ৫)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (সা.) আমাকে কিছু মূল্যবান বাণী শুনিয়েছেন যার কিয়দাংশ নিম্নরূপঃ

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ

অর্থাৎ কিছু চাইলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার নিকটই চাইবে। কোন সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই কামনা করবে। জেনে রেখো, পুরো বিশ্ববাসী একত্রিত হয়েও যদি তোমার কোন কল্যাণ করতে চায় তাহলে তারা ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। আর তারা সবাই একত্রিত হয়েও যদি তামার কোন ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। (তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬)

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিরক

আসমান যমিন সহ সমস্ত মাখলুক আল্লাহর সৃষ্টি। অতএব এখানে আইন চলবে একমাত্র আল্লাহর এবং সমস্ত মাখলুক তাঁর আইন মেনে চলবে। কিন্তু আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন যদি কেউ তৈরি করে তা হলে তা হবে আইন প্রণয়নে শিরক। আর যদি সে আইন মান্য করা হয়, তা হলে হবে আইন মানার ক্ষেত্রে শিরক। আল্লাহ্ বলেন:

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِن أكثر الناس لا يَعْلَمُون

হুকুম হবে একমাত্র আল্লাহরই। তিনি আদেশ করেছেন তোমরা একমাত্র তাঁরই 'ইবাদাত করবে। এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় দীন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকেরাই এটা জানে না।(সূরা ইউসুফ :৪০)'

الا لَهُ الْحُكْمُ

'জেনে রাখ, তাঁরই জন্য একান্তভাবে সংরক্ষিত রয়েছে হুকুম দেয়ার অধিকার।(সূরা। আল আন'আম: ৬২)

এ অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো আছে বলে বিশ্বাস করা বা মেনে নেয়াই হচ্ছে আইনের ক্ষেত্রে শিরক।আল্লাহ বলেন:

ومَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

'আর যারা আল্লাহ্ তা'য়ালা কর্তৃক নাযিলকৃত বিধান দ্বারা বিচার করেনা, তারাই হচ্ছে কাফির।(সূরা আল মায়িদা: ৪৪)

অতএব সকল ব্যাপারেই হুকুমদাতা হলেন একমাত্র আল্লাহ্

أَلا لَهُ الْخَلْقُ والأمر

'জেনে রাখ, সৃষ্টি এবং নির্দেশ তাঁরই।(সূরা আল আরাফ: ৫৪)

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সৃষ্টি আকিদায় শিরক

একদল লোক এ আকীদা পোষণ করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ নূর দিয়ে তৈরি করেছেন, অন্যান্য মানুষের মত মাটি দিয়ে তৈরি করেননি। তাই তারা বলে থাকে মুহাম্মাদ খোদাভী নেহী, খোদা হে জুলা তী নেহী। অর্থাৎ মুহাম্মাদ খোদা নন তবে খোদা থেকে পৃথকও নন। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সা.সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ

'বল। আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি 'ওহী পাঠানো হয় একথা বলে যে, তোমাদের ইলাহ্ একজনই।(সূরা আল কাহফ :১১০)

শিরকে আসগার বা ছোট শিরক

যে বিশ্বাস, কথা বা কাজ শিরকের মত হলেও প্রকৃত শিরকের পর্যায়ে পৌঁছেনি তাকে শিরক আসগার বলে। শিরকে আসগারের লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে না। এটিকে الشرك الخفي বা গোপন শিরকও বলা হয়। এ ধরণের শিরকের দ্বারা তাওহীদে ত্রুটি সৃষ্টি হয় এবং কখনো কখনো তা বড় শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ- সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম- সতর্ক করে বলেছেন,

الشرك أخفى من دبيب النمل

অর্থাৎ, "শিরক হলো পীপিলিকার ধীরগতির চলার চেয়েও আরো গোপন।" (মুসনাদে আহমাদ, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৪০৩)

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

"শিরক হলো রাতের আঁধারে কালো মসৃণ পাথরের উপর পীপিলিকার মন্থর গতির চেয়েও আরো সূক্ষ্ম।" (মুসনাদে আহমাদ, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৪০৩)।আল্লাহ বলেন:

فلا تَعْمَلُوا لِلَّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"অতএব তোমরা জেনে শুনে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না।"(সূরা আল বাকারা২২)

কতিপয় শিরকে আসগার উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১.রিয়া বা লোক দেখানো আমল

২.সুনাম বা সুখ্যাতি অর্জনের জন্য আমল

৩.আমলের দ্বারা দুনিয়ার অর্জন করা উদ্দেশ্য হওয়া।

৪.'যদি' শব্দের ব্যবহার করে কথা বলা

৫.কোনো কথায় আল্লাহর ইচ্ছার সাথে অন্যের ইচ্ছাকে শরীক করা।

৬. তাবিজ, রশি এর ব্যবহার

৭.যাদু করা

৮.ভাগ্য গণনার কথায় বিশ্বাস করা

৯.অশুভ, অযাত্রা, অমঙ্গলে বিশ্বাস করা

১০.নিয়্যাতের শিরক

প্রচলিত কিছু শিরকে আসগার

রিয়া বা লোক দেখানো আমল

রিয়া অর্থ হচ্ছে দেখানো বা প্রদর্শন করা। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করাই হচ্ছে রিয়া। ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। ইবাদত করা দেখে অন্য কেউ দ ভালো বলুক,প্রশংসা করুক এরূপ মনোভাব নিয়ে ইবাদত করলে প্রকৃত পক্ষে সে ইবাদত আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয় না। এ কারণে রিয়াকে গোপন শিরক বলা হয়।

মুমিনের ইবাদত ধ্বংস করার জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ এই 'রিয়া'। কুরআন ও হাদীসে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার ভয়াবহতা সম্পরে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের মধ্যে থাকবে একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে কাটালেও রিয়ার কারণে তারা ধ্বংসগ্রস্থ হয়। (মুসলিম)

রিয়াকে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ(সা.) শিরক আসগার' অর্থাৎ' ছোট শিরক' বা 'শিরক খাফী' অর্থাৎ 'লুক্কায়িত শিরক' বলে আখ্যায়িত করেছেন কারণ, বান্দা আল্লাহর জন্য ইবাদত করলেও অন্য সৃষ্টি থেকেও সেজন্য কিছু 'পুরস্কার' বা প্রশংসা আশা করে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে। এ শিরকের কারণে মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদত কবুল হবে না। মাহমূদ ইবনু লাবীদ বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

"আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই তা হলো শিরক আসগার বা ক্ষুদ্রতর শির্ক। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: যে আল্লাহর রাসূল, শিরক আসগার কী? তিনি বলেন: রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা কিয়ামতের দিন যখন মানুষদের তাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে তখন মহান আল্লাহ এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের দেখাতে

তাদের নিকট যাও, দেখ তাদের কাছে তোমাদের পুরস্কার পাও কি না!"(আহমাদ, আল মুসনাদ ৫/৪২৮-৪২৯)

অন্য হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী বলেন, রাসূলুল্লাহ বলে

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ قَالَ
ا بَلَى فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ بِمَا
يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

"দাজ্জালের চেয়েও যে বিষয় আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় পাই সে বিষয়টি কি তোমাদেরকে বলব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বলেন, বিষয়টি গোপন শিরক। তা এই যে, একজন সালাতে দাঁড়াবে এরপর যখন দেখবে যে মানুষ তার দিকে তাকাচ্ছে তখন সে সালাত সুন্দর করবে। (ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৪০৬; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৮৯। হাদীসটি হাসান)

সুনাম বা সুখ্যাতি অর্জনের ও দুনিয়া লাভ এর জন্য আমল

একজন মুমিনের সকল ইবাদত, আমল হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করার জন্য। কিন্তু কেউ যদি সুনাম বা সুখ্যাতি অর্জনের জন্য অথবা দুনিয়া লাভ করার জন্য আমল করে তাহলে তার শিরকে পরিণত হবে। এটি রিয়ারই অংশ। যারা দুনিয়া লাভের জন্য ইবাদত করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেন, আখেরাতে তাদের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না।আল্লাহ বলেনঃ

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لوف إليهم أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أولَئِكَ الَّذِينَ
لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخرة إلا النار وحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যারা দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদেরকে দুনিয়ায় তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দেব এবং এতে তাদের কোন কমতি করা হবেনা। এরাই হল সেসব লোক যাদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই, তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই ধ্বংস হয়ে গেছে, আর যা তারা করত সবই বাতিল।(সূরা হুদ ১৫, ১৬)

'যদি ' শব্দের ব্যবহার করে কথা বলা

কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আমরা অহরহই বলে থাকি,' যদি এটা করতাম তাহলে, এটা হত" অথবা "যদি এটা না করতাম তাহলে, এটা হতো না "। এই 'যদি 'শব্দ ব্যবহার করে কথা বলা তথা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি দ্বারা বুঝায় যে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াও কেউ ইচ্ছা করলে নিজের লাভ ক্ষতি করতে পারে। 'যদি 'শব্দ উচ্চারণ করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। কারণ ওহুদের যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা এই শব্দ ব্যবহার করেছে। আর প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হল কোন বিপদ আসলে সে ধৈর্য ও সবরের সাথে তাওয়াক্কুল করে আল্লাহর উপর। আবু হুরাইরাহ্(রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেনঃ

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ ، أَحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنْ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

অর্থাৎ শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা অনেক ভালো এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক পছন্দনীয়। তবে উভয়ের মধ্যে কম ও বেশি কল্যাণ রয়েছে। যা তোমার উপকারে আসবে তা করতে সর্বদা তুমি উৎসাহী থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য কামনা করবে। অক্ষমের ন্যায় বসে থাকবে না। কোন অঘটন ঘটলে এ কথা বলবে না যে, যদি এমন করতাম তা হলে এমন এমন হতো। বরং বলবেঃ আল্লাহ তা'আলা ইহা আমার ভাগ্যে রেখেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কারণ, "যদি" শব্দটি শয়তানের শয়তানীর দরোজা খুলে দেয়। (মুসলিম, হাদীস ২৬৬৪)

কোন কথায় আল্লাহর ইচ্ছার সাথে অন্যের ইচ্ছাকে শরিক করা

আমরা প্রায়ই বলে থাকি",আল্লাহ এবং তুমি না চাইলে কাজটা হতো না, আমার জন্য শুধু আল্লাহ এবং আপনি রয়েছেন, আমি আল্লাহ এবং আপনার উপর নির্ভশীল " ইত্যাদি। এইসব বাক্য বলা শিরকে আসগার বা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ : مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ ، فَقَالَ: أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا ؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَه অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি নবী (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা এবং আপনি চেয়েছেন বলে কাজটি হয়েছে।

নতুবা হতো না। তখন নবী (সা.) বললেনঃ তুমি কি আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার শরীক বানাচ্ছো? এমন কথা কখনো বলবে না। বরং বলবেঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই চেয়েছেন বলে কাজটি হয়েছে। নতুবা হতো না। (আহমাদ: ১/২১৪, ২২৪, ২৮৩, ৩৪৭ বুখারী/আদাবুল মুফরাদ)

হুযাইফাহ্ (রা)থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ স্বপ্নের মধ্যে জনৈক মুসলমানের সাথে জনৈক ইহুদী বা খ্রিষ্টানের সাক্ষাৎ হলে সে মুসলমানকে বললোঃ তোমরা তো উৎকৃষ্ট সম্প্রদায় যদি তোমরা শির্ক না করতে। তোমরা বলে থাকোঃ আল্লাহ্ তা'আলা এবং মুহাম্মদ (সা.) কাজটি চেয়েছে বলে হয়েছে। নতুবা হতো না। নবী (সা.) কে ব্যাপারটি জানানো হলে তিনি বলেনঃ

أَمَا وَاللَّهِ! إِن كُنتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ

অর্থাৎ জেনে রাখো, আল্লাহ্'র কসম! নিশ্চয়ই আমি ব্যাপারটি জানতাম। তোমরা বলবেঃ আল্লাহ্ তা'আলা অতঃপর মুহাম্মদ(সা) কাজটি চেয়েছেন বলে হয়েছে। নতুবা হতো না। কারণ, এবং (ওয়াও) শব্দটি সমকক্ষতা বুঝায় যা শির্ক। এর বিপরীতে অতঃপর (সুম্মা) শব্দটি কখনো সমকক্ষতা বুঝায় না। (ইবনু মাজাহ্, হাদীস ২১৪৮ আহমাদ: ৫/৩৯৩)

তাবিয-কবচ,বালা,তাগা এর ব্যবহার

তা'বীয-কবচ, গিড়া, তাগা, বালা ইত্যাদিকে বালা-মুছিবত, রোগ-বালাই থেকে পরিত্রাণের ওসীলা মনে করে পরিধান করা ছোট শিরক। প্রকৃতপক্ষে এগুলি সমস্যা সমাধানের বৈধ উপায় কিংবা বিজ্ঞান সম্মত ঔষধ নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে রোগ নিরাময় এবং শারীরিক সুস্থ্যতার জন্য দু'টি জায়েয মাধ্যম অবলম্বন করা যেতে পারে:

ক. শরীয়ত সম্মত ঝাড় ফুঁক- কোরআনের আয়াত বা দোয়ার মাধ্যমে ঝাড় ফুঁক করা বৈধ-

খ. প্রকৃতিগত মাধ্যম- যেমন ঔষধ, পথ্য ইত্যাদি। মানুষের সুস্থতা-অসুস্থতা, মঙ্গল-অমঙ্গল সাধনের কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। প্রকৃতির মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য শেফা রেখেছেন। প্রাকৃতিক উপাদান থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তৈরীকৃত ঔষধ নির্ধারিত রোগ নিরাময়ের মাধ্যম।

তা'বীয-কবচ উক্ত মাধ্যম দু'টোর কোনটিরই অধীন নয়। তবে সমাজের একশ্রেণীর অজ্ঞ মানুষ বিভিন্ন সমস্যা যেমন, অসুস্থতা, রোগ-ব্যাধি, অমঙ্গল, বালা-মুছিবত, বদনজর, মানসিক অস্থিরতা ইত্যাদি থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য তা'বীয-কবচ সহ , বালা, পাথরের আংটি বা ডোরা সুতার আশ্রয় নিয়ে থাকে। অথবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মহব্বত কিংবা বিচ্ছেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বা অন্য কারো ক্ষতি করার জন্য তা'বীয-কবচের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এগুলির কোন ভিত্তি নেই এবং এই ধরনের আচরণ মূলত ঈমানের অসম্পূর্ণতার লক্ষণ এবং আল্লাহর উপর অনির্ভরতার বহিঃপ্রকাশ।

এক শ্রেণীর ওঝা, ফকির, কবিরাজ বা জ্বীনসাধকেরা এই তা'বীয ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাছাড়াও তা'বীয ব্যাবসায় কোন কোন মসজিদের ইমাম বা আলেম সমাজও পিছিয়ে নেই।তারা দাবি করেযে কোরআনের আয়াত ও দোয়া দিয়ে এই তাবিয বানানো। এই বিষয়ে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত থাকলেও বিভিন্ন হাদিসে রাসূলকে কোরআনের দোয়া ও আয়াত দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতে দেখা গেলেও, তাবিয বানিয়ে কাউকে দিতে দেখা যায়নি।আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসঊদ(রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেনঃ

إن الرقى والتعالم والدولة شرك

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ঝাঁড় ফুঁক, তাবিয কবচ ও ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার্য যে কোন বস্তু শির্ক। (আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৮৩ ইবনু মাজাহ, হাদীস ৩৫৯৬) 'উক্ববা বিন্ 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أقبل إلى رَسُولِ الله الله رَهْط ، فبايع تسعة وأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله بَايَعْتَ يَسْعَهُ وأَمْسَكْتَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ : إن عَلَيْهِ تَمِيمةً ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فقطعها ، فَبَايَعَهُ وَ قَالَ: مَنْ خَلْقَ تَمِيمَةٌ فَقَدْ أَشْرَكَ

অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর নিকট দশ জন ব্যক্তি আসলে তিনি তম্মধ্যে নয় জনকেই বায়'আত করান। তবে এক জনকে বায়'আত করাননি। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি নয় জনকেই বায়'আত করিয়েছেন। তবে একে করাননি কেন? তিনি বললেনঃ তার হাতে তাবিজ আছে। অতঃপর লোকটি তাবিজটি ছিঁড়ে ফেললে রাসূল (সা.) তাকে বায়'আত করিয়ে বললেনঃ যে তাবিয কবচ ঝুলালো সে শির্ক করলো।(আহমাদ: ৪/১৫৬)

যাদুকরা

যাদুকর নিজের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে থাকে এমন কতোগুলো মন্ত্র বা অবোধগম্য শব্দসমষ্টি । আবার কখনো কখনো বিভিন্ন ওষুধ, সুতায় গিরা বা ধুনা দিয়েও যাদু করা হয়। এগুলোই যাদুর ক্ষেত্রে শিরক। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যাদু করা হয়ে থাকে যেমন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কলহ লাগানো। কাউকে অসুস্থ করা। এগুলো সব শয়তানের কাজ। তবে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় কখনো কখনো তা কারো কারোর অন্তরে বা শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। কারো কারোকে এরই মাধ্যমে হত্যা করা হয়। আরো কতো কি। দু'টি কারণেই যাদু শিকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দু'টি নিম্নরূপঃ

১. এগুলো করতে গেলে জিনদের সহযোগিতা নেয়ার জন্য তাদের নামে মানত বা কোরবানি দিতে হয়। কিংবা যে কোনভাবে তাদের নৈকট্য লাভ করতে হয়। যা শিরকের অন্তর্গত।

২. জাদুকররা ইলমুল্ গাইবের দাবি করে থাকে। তাও একটি মারাত্মক শির্ক বৈ কি? উক্ত কারণেই রাসূল (সা.) যাদুর ব্যাপারটিকে শিরকের পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। আবু হুরাইরাহ্(রা.)থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল(সা.) ইরশাদ করেনঃ

اخْتَنبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ قَالَ: السَّرْكُ بالله ، والسحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكلُ الرَّهَا ، وَأَكلُ مَالِ الْيَتِيم ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفَ ، وَقَذَفَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

অর্থাৎ তোমরা সর্বনাশা সাতটি গুনাহ্ থেকে বিরত থাকো। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! ওগুলো কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার করা, যাদুর আদান-প্রদান, অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীম-অনাথের সম্পদ ভক্ষণ, সম্মুখযুদ্ধ থেকে পলায়ন ও সতী-সাধ্বী মু'মিন মহিলাদের ব্যাপারে কুৎসা রটানো। (বুখারী, হাদীস ২৭৬৬, ৬৮৫৭ মুসলিম, হাদীস ৮৯)

যাদু বাস্তবিকপক্ষে একটি মহা ক্ষতিকর বস্তু। যা বিশ্বাস না করে কোন উপায় নেই। তবে আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ইচ্ছা ছাড়া তা এককভাবে কারোর কোন ক্ষতি করতে পারে না।আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কেও যাদু করা হয়েছে এবং তা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ইচ্ছায় তাঁর প্রচুর ক্ষতি সাধন করেছে। তাই আমাদের কেউ যদি যাদুর শিকার হই তাহলে একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই আশ্রয় চাইবো।

আর দুনিয়া ও আখেরাতে যাদুকররা কখনোই সফলকাম হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

অর্থাৎ যাদুকর কোথাও সফলকাম হতে পারে না। (ত্বা-হা: ৬৯)

ভাগ্য গণনায় বিশ্বাস

কোন বিষয় সম্পর্কে যে কোন পন্থায় আগাম ভবিষ্যৎবাণী করা এবং তা বিশ্বাস করা গণনার শিরক। জিন শয়তানরা মূলত কখনো কখনো ফেরেশতাদের মুখ থেকে ঐশী বাণী চুরি করে। ভাগ্য গণনায় বিশ্বাস ক শিরক হওয়ার কারণ হলো এ ক্ষেত্রে জিনদের সহযোগিতা করতে তাদেরকে বিভিন্ন মানত ও কুরবানী দিয়ে খুশি করতে হয়। গণকরা ইলমুল গায়েবের দাবি করে থাকে, এগুলো শিরক।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ سأل أناس النبي الله عَنِ الْكُهَانِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ النَّبِيُّ : تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ ، يَخْطَفُهَا الْحَيُّ، فَيُقَرْقِرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيْهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ ، فَيَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِئَةٍ كَذْبَةٍ

অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম নবী (সা.) কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ তারা কিছুই নয়। তখন সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! তারা কখনো কখনো সত্য কথা বলে থাকে। তখন তিনি বললেনঃ সে সত্য কথাটি ঐশী বাণী। জিনরা ফিরিস্তাদের মুখ থেকে তা ছোঁ মেরে নিয়ে মুরগির করকর ধ্বনির ন্যায় তাদের ভক্তদের কানে পৌঁছিয়ে দেয়। অতঃপর তারা এর সাথে আরো শত শত মিথ্যা কথা জুড়িয়ে দেয়। (বুখারী, হাদীস ৫৭৬২, ৬২১৩, ৭৫৬১)

গণকের কথায় বিশ্বাস তো দূরের কথা গণকের নিকট যাওয়াই সম্পূর্ণ হারাম। হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী(সা.)ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গেলো এবং তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলো তাতে করে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবেনা। (মুসলিম, হাদীস ২২৩০)

অশুভ, অযাত্রা, অমঙ্গলে বিশ্বাস

যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, অমুক দিবস, রাত্রি, মাস, তিথি, সময়, বস্তু, দ্রব্য বা ব্যক্তির মধ্যে শুভ বা অশুভ কোনো প্রভাবের ক্ষমতা বা এরূপ প্রভাব কাটানোর ক্ষমতা আছে তবে তা শিরকে আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি এরূপ বিশ্বাস পোষণ না করেন, বরং সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভাল, মন্দ, শুভ, অশুভ সকল কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ, কিন্তু কথাচ্ছলে এরূপ কিছু বলে ফেলেন তবে তা শিরকে আসগার বলে গণ্য হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ

"অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শিরক, অশুভবা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শিরক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শিরক। (তিরমিযী, আস-সুনান ৪/১৬০)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন:

مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

"অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গল ভেবে যে তার কর্ম বা যাত্রা পরিত্যাগ করল সে শিরক করল। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এর কাফফারা কী? তিনি বলেন, একথা বলবে যে, হে আল্লাহ, আপনার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই, আপনার শুভাশুভত্ব ছাড়া কোনো শুভবা অশুভ নেই এবং আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। " (আহমদ, আল-মুসনাদ ২/২২০)

তাবাররুক বা বরকত এর শিরক

তাবাররুক শব্দের অর্থ হচ্ছে বরকত অনুসন্ধান করা বা বরকত আশা করা। আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তি বস্তু বা সময়ের মধ্যে বরকত রাখেননি সেগুলোর মধ্যে বরকত কামনা করাকে বরকতের শিরক বলে। তাবাররুক বা বরকত দুই ধরনের হয়ে থাকে। ১.বৈধ তাবাররুক ২.অবৈধ তাবাররুক। কুরআন ও হাদিসের আলোকে কিছু তাবাররুক বৈধ যেমন: নবীসত্ত্বা বা তার নিদর্শন সমূহ কর্তৃক বরকত গ্রহণ, আল্লাহর

জিকির, নেককারদের সাথে বসে বরকত হাসিল, মসজিদে নামাজ ও ইবাদতের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ, জমজমের পানি কর্তৃক বরকত গ্রহণ ইত্যাদি।

আর কিছু আছে অবৈধ তাবাররুক যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন :বরকতের নিয়তে কোন ঐতিহাসিক জায়গা ভ্রমণ বা কোন বস্তু স্পর্শ করন, শরীয়ত অসম্মত কোন সময় কর্তৃক বরকত কামনা, কোন বুজুর্গ ব্যক্তি বা তদীয় নিদর্শনসমূহ কর্তৃক বরকত গ্রহণ ইত্যাদি। রাসূল (সা.) কোন বস্তু কর্তৃক বরকত হাসিলকে মূর্তিপূজার সাথে তুলনা করেছেন। আবু ওয়াক্বিদ্ লাইসী (রা.)থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ الله الله إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ - يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ - يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهُ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دَاتُ أَنْوَاطٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : سُبْحَانَ الله هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: وَ اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم

অর্থাৎ রাসূল (সা.) যখন 'হুনাইন্ অভিমুখে রওয়ানা করলেন তখন পথিমধ্যে তিনি মুর্শিকদের "যাতু আওয়াত" নামক একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যার উপর তারা যুদ্ধের অস্ত্রসমূহ বরকতের আশায় টাঙ্গিয়ে রাখতো। তখন সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমাদের জন্যও একটি গাছ ঠিক করে দিন যেমনিভাবে মুশরিকদের জন্য একটি গাছ রয়েছে। নবী (সা.) বললেনঃ আশ্চর্য! তোমরা সে দাবিই করছো যা মূসা এর সম্প্রদায় তাঁর নিকট করেছিলো। তারা বলেছিলোঃ হে মুসা! আপনি আমাদের জন্যও একটি মূর্তি বা মা'বুদ ঠিক করে দিন যেমনিভাবে অন্যদের অনেকগুলো মূর্তি বা মা'বুদ রয়েছে। (আ'রাফ: ১৩৮) রাসূল(সা.) বললেনঃ ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীদের হুবহু অনুসারী হবে। (তিরমিযী, হাদীস ২১৮০)

শিরকের কারণসমূহ

মানুষের শিরকে লিপ্ত হওয়ার পিছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কতগুলো কারণ রয়েছে। শিরক নির্মূল করতে চাইলে এই কারণগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী। নিম্নে শিরকের কতগুলো কারণ বর্ণনা করা হলো :

১/আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব ।

আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞতা শিরকের অন্যতম একটি কারণ। আল্লাহ্ যে কত বড়, কত মহান, কত ক্ষমতাবান, তাঁর কর্তৃত্ব যে কত ব্যাপক, এ ধারণা অনেকেরই নেই। আল্লাহ্ যে কত মহাপরাক্রমশালী, এ মূল্যায়ণ অনেকেই করতে পারে না। তাই তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ কুরআন মাজীদে তিন জায়গায় বলেছেন।)وماقدروا الله حق قدره(অর্থাৎ তারা আল্লাহকে যথাযথ মূল্যায়ণ করতে পারেনি। অর্থাৎ তারা আল্লাহকে যথাযথ মূল্যায়ণ করতে পারেনি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

ما أنها الناس ضرب مثل فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَن يَخْلُقُوا ذبَابًا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستقذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطلوب ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

'হে লোক সকল। একটি উপমা দেয়া হল। তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাকে ডাক তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হলেও কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার নিকট থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। যে চায় এবং যার নিকট চাওয়া হয়, উভয়ই দুর্বল। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা নিরূপণ করতে পারেনি। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।(সূরা আল-হজ্জ ৭৩,৭৪)

২/কারও ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা

কোন বিষয়েই অতিরঞ্জন ভালো নয়। কারো মান-মর্যাদা ভক্তি সম্মান নিয়ে অতিরঞ্জন করা শিরকের অন্যতম একটি কারণ। যেমন খ্রিস্টানরা ঈসা আঃ কে নিয়ে অতিরঞ্জন করে শিরকে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

قل يا أهل الكتاب لا تقلوا في دينكم غير الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا القَوَاءِ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا من قبل واصلوا كبيرا وصلوا عن سواء السبيل "

'বল হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা অন্যায়ভাবে তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। তোমরা ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। আর তারা সৎপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।(সূরা আল মায়েদা: ৭৭)

এ আয়াতে দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ বাড়াবাড়ি করেই একদল লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব বাড়াবাড়িই গোমরাহীর অন্যতম কারণ। শুক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান মর্যাদায় অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি মানুষকে শিরকে নিয়ে পৌঁছে নেয়। যে সমস্ত গুণ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট দুর্বল মানুষকে সে গুণে গুণান্বিত করা সুস্পষ্ট শিরক। আল্লাহ এ উম্মাতকে বানিয়েছেন মধ্যমপন্থী উম্মাত। যারা বাড়তি কমতি কোন ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জন করবে না। বরং যেখানে যাকে যে পরিমাণ মর্যাদা দেয়া প্রয়োজন, সেখানে তাকে সে পরিমাণ মর্যাদাই দিয়ে থাকে। আর এটাই ইনসাফ। রাসুল(সা.) বলেছেন :

إياكم والغلو فانما أهلك من كان قبلكم الفلر

'তোমরা বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। কেননা এ বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।(সুনানুন নাসায়ী, মানাসিক ২১৭,)

৩/শয়তানের প্রতারণা

শয়তান একজন মুমিনের প্রধান শত্রু। সে সবসময় ওত পেতে থাকে কিভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করা যায়। শিরকের অন্যতম আরেকটি কারণ হচ্ছে শয়তানের প্রতারণা। মহান আল্লাহ বলেন :

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الجن أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُون(َ

"যেদিন তিনি এদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরা কি তোমাদেরকেই ইবাদত করত?' ফিরিশতারা বলবে, 'তুমি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে, তাদের সাথে নয়। তারা তো ইবাদত করত জিন্নদের এবং এদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।(সূরা সাবা :৪০, ৪১)

এ সকল আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জিন শয়তানগণ এ সকল উপাস্যের বেশ ধরে এদের নিকট প্রকাশিত হত, এদেরকে স্বপ্ন, কাশফ, অলৌকিক দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করত, বিভিন্ন অলৌকিক কার্য করিয়ে দিত। এভাবে এ সকল

মুশরিক মনে করত যে, তারা ফিরিশতাদেরই ইবাদত করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের ইবাদত করত।

সাধারণভাবে শয়তান ধার্মিক মানুষদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নেককার বুযুর্গদের বিষয়ে ভক্তির মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে শিরকে লিপ্ত করে।

৪/**শিরকের আর একটি বড় কারণ হচ্ছে ওয়াসীলার ভুল ব্যাখ্যা**

এ ধারণা পোষণ করা যে, আমরা সরাসরি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হব না, অথবা আমাদের আমল সরাসরি আল্লাহর নিকট পৌঁছবে না, এর জন্য প্রয়োজন কোন মাধ্যম বা ওয়াসীলা অবলম্বন করা। এই ধারণা নিয়ে লোকেরা বিভিন্ন বুযর্গ ব্যক্তির নিকট ধরনা দেয় এবং বিশ্বাস করে যে, এদের মাধ্যমেই আমাদের 'আমলকে আল্লাহর নিকট পৌছাতে হবে। শুধু জীবিত নয় মৃত ব্যক্তিকেও ওয়াসীলা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। অনেক সময় আরো অগ্রসর হয়ে মৃত ওলী ব্যক্তিকে জীবিত ভেবে তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা মনে করে এরা তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দিতে সক্ষম হবে। এ সমস্ত লোক কিন্তু আল্লাহকে অস্বীকার করে না বরং এদের বিশ্বাস ঐ সব ব্যক্তিদের ওয়াসীলায়ই এরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হবে এবং পরকালেও এরা তাদেরকে পার করিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আরবের মুশরিকরা তাদের মূর্তি ও

দেবদেবীর ব্যাপারে এ বিশ্বাসই পোষণ করত। আল্লাহ্ বলেন-

" وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أولياء ما لعدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي

'যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে, (তারা বলে) আমরা তো তাদের উপাসনা এ জন্যই করি যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছিয়ে দেবে(সূরা আয-যুমার :৩)

৫/**শিরকের আর একটি কারণ হল পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ।**

পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ শিরকের একটি অন্যতম কারণ। প্রত্যেক নবী রাসূল যখন তাদের সময় লোকদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিত তারা পূর্বপুরুষদের দোহাই দিত।আল্লাহ তাআলা বলেন:

إذ قال بابه وقويه ما تعبدون قالوا لعبد أستامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ - قَالَ هَلْ يسمعونكُمْ إِذْ تَدْعُونَ - أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِك يفعلون

'যখন তিনি (ইবরাহীম) তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের 'ইবাদাত কর? তারা বল্‌ল- মূর্তির পূজা করি, আমরা সব সময় তাদের পূজায় রত থাকি। তিনি বললেন, তোমরা যখন ডাক, তারা কি তোমাদের ডাক শুনে অথবা তারা কি তোমাদের উপকার বা অপকার করতে পারে? তারা বলল, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এমনটি করতে পেয়েছি।(সূরা শুয়ারা: ৭০-৭৪)

৬/শিরকের আর একটি কারণ হলো শাফা'আতের ভুল ব্যাখ্যা।

শাফা'আতের এর মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তবে আল্লাহ তা'আলা যাকে অনুমতি দিবেন সেই শুধু শাফা'আত করতে পারবে।মুশরিকদের বিশ্বাস, তারা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করছে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে পার করে দেবে। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله

'আর তারা (মুশরিকরা) বলে,তারা (যাদেরকে শরীক করছে) আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।(সূরা ইউনুস: ১৮)

৭/শিরকের আরেকটি কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা, মূর্খতা

শিরকের অন্যতম আরেকটি কারণ হচ্ছে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা বা মূর্খতা। যাদের ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান নেই তারা সহজেই শিরকে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। কারণ তারা শিরক ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য বুঝেনা। বেশিরভাগ মানুষ তো এটাই বোঝেনা যে তারা এর মাধ্যমে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ বলেন :

بَل انتم قَوْم تَجْهَلُون

"বরং তোমরা হলে মূর্খ জাতি(সূরা আন নামল :২৩)

৮/ ধর্মের আলখেল্লা পরা ভ্রষ্ট নামধারী এক শ্রেণী ধর্ম ব্যবসায়ী আলেমদের ধোঁকা।

৯/ বিভিন্ন বাতিল দল, ফের্কা ও আকিদা।

১০/ জাল ও দুর্বল হাদীসের ছড়াছড়ি ও বহুল প্রচার

১১/ মাজারের নাম দিয়ে মজার তথা অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিলের ব্যবসা।

১২/নেতৃবৃন্দের অন্ধ আনুগত্য

শিরকের বাহন

শিরকের বাহন বলতে এমন কিছু কথা বা কাজ বুঝায় যেগুলো সরাসরি শিরক না হলেও এগুলো শিরকের দিকে মানুষকে ধাবিত করে। রাসূল (সা.) এইসব কথা ও কাজ বলতেও করতে উম্মতকে নিষেধ করেছেন। শিরকের কিছু বাহন নিম্নরূপ :

১. রাসূল(সা.) কারোর কবরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

২.এমন শব্দ উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছেন যা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে সমতা বুঝায়।

৩.সূর্য উঠা ও ডুবার সময় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন কারণ তাতে সূর্য পূজারীদের সাথে মিল পাওয়া যায়।

৪.সওয়াবের আশায় মসজিদে হারাম, মসজিদের নববী, মসজিদে আক্বসা ছাড়া অন্য কোথাও সফর করতে নিষেধ করেছেন।

৫.পূজা মণ্ডপে অথবা মেলার ক্ষেত্রে মানত পুরা করতে নিষেধ করেছেন।

৬.রাসূলকে নিয়ে তাঁর সম্মান ও প্রশংসার যেকোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

৭.কারোর সম্মুখে তার প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন।

৮.নেককার বান্দা এর ব্যাপারে যেকোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

৯.অপ্রয়োজনে ছবি তুলতে নিষেধ করেছেন কারণ নূহ আ. এর সম্প্রদায় তাদের নেককারদের ছবি এঁকেই আস্তে আস্তে শিরক শুরু করে

১০. দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞতা ও মূর্খতা দূর করতে বলেছেন

শিরকের ভয়াবহ পরিণতি

শিরকের মত মারাত্মক অপরাধ নির্মূলের জন্য এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী। কোরআন ও হাদিস থেকে শিরক এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে নিম্নে কিছু তুলে ধরা হলো :

সবচেয়ে বড় গুনাহ

শিরক হচ্ছে মানব জীবনের ভয়ঙ্করতম পাপ। রাসূল সা. সব সময় সাহাবাদের শিরকের ব্যাপারে সচেতন করতেন । আমরা ইবনু মাস'উদ রা. বর্ণিত হাদীসে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন: "জঘণ্যতম পাপ এই যে, তুমি কাউকে আল্লাহর সমতুল্য বানাবে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক এ বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন

أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول ।
الزور أو قال وشهادة الزور

"সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা, মানুষ হত্যা করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা এবং মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। "(বুখারী, আস সহীহ)

ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ

মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল। মানুষ কোন পাপ করে যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করে তাহলে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন। এছাড়াও আল্লাহ তাওবা ছাড়া নেক কর্মের কারণে, শাস্তির মাধ্যমে বা তার অপার করুণায় অন্য সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন।কিন্তু আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا

অর্থ ‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এ ব্যতীত অন্য সব, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করল, বস্তুতঃ সে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করল’ (আন্ নিসা : ৪৮)। আল্লাহ আরো বলেন :

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَنْ يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

"আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। "(সূরা নিসা: ১১৬)

সমস্ত নেক আমল নষ্ট করে দেয়

আল্লাহ তা‘আলা বান্দার সৎ কাজগুলোকে বৃদ্ধি করে দেন। কিন্তু শিরক বান্দার ভাল আমলগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ 'যদি তারা শিরক করে তবে তাদের আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যাবে' (আল্ আন'আম:৮৮)। অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

অর্থ 'তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহর শরীক স্থির কর, তবে তোমার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (আয্ যুমার :৬৫)।

শিরক জাহান্নামের শাস্তির কারণ

শিরক ছাড়া সকল পাপ আল্লাহ তাআলা চাইলে আখেরাতে ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু শিরক মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ,.

অর্থ 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই' (আল মায়িদাহ :৭২)।

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِىْ لاَيُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ.

অর্থ 'আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (রাবী বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে থাকে তবুও? তিনি বললেন, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে থাকে'। আবু যার রা.বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন:

من لقيني بقراب الأرْضِ خَطِيئَةً لا يُشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغْفِرَةً

"যে ব্যক্তি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে পৃথিবী পরিমাণ পাপ-সহ আমার সাথে সাক্ষাত করবে আমি সমপরিমাণ ক্ষমা-সহ তার সাথে সাক্ষাত করব। "(মুসলিম)

শিরক কারীর জন্য রাসুল সা. শাফায়াত করবে না

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا আওফ ইবনু মালিক আল-আশজাঈ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার সামনে আসলেন এবং ২টি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) দিলেন। (১) হয় আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা (২) আমার সুপারিশের সুযোগ থাকবে। আমি সুপারিশ করাকেই বেছে নিলাম। আর তা হবে সেই সকল ব্যক্তির জন্য যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে (তিরমিযী)

শিরক নির্মূলে উম্মাতে মুসলিমার করণীয়

বর্তমানে মুসলিম সমাজেও শিরক মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও শিরক বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ইবাদতের নামে মুসলিমরা অহরহই শিরকে লিপ্ত হচ্ছে কিন্তু তারা টেরও পাচ্ছে না। আমরা যারা নিজেদেরকে ঈমানদার মনে করি শিরকের ফলে আমাদের কত জনের মধ্যে যে ঈমানটুকুই নেই সেটি আমাদের অজানা। তাই আমাদের উম্মতে মুসলিমা হিসেবে দায়িত্বও কর্তব্য রয়েছে শিরক নির্মূলে কাজ করা। সুলাইমান আলাই সাল্লাম এর সময় হুদহুদ পাখি ও মানুষকে নিয়ে ফিকির করেছে শিরক বিষয়ে। হুদহুদ পাখির ফিকিরের মাধ্যমে পুরো একটি জাতি শিরক ও কুফর ছেড়ে ইসলামের গ্রহণ করেছে। আর আমরা হচ্ছি আশরাফুল মাখলুকাত। রাসুল(সা.) এর উম্মত হিসেবেও আমাদের মানুষকে নিয়ে ফিকির করা উচিত। শিরক নির্মূলে আমাদের করণীয় নিম্নরূপ :

১..শিরক বিষয়ের পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং মানুষকে সে ব্যাপারে সচেতন করতে হবে।

২..সমাজে প্রচলিত শিরকে আকবার ও আসগারগুলো বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে হবে।

৩..শিরকের উৎস সমূহ বন্ধ করতে হবে। যেমন:আল্লাহর বিষয়ে অবধারণা রোধ করতে হবে।ফেরেশতা, নবী রাসুল, ওয়ালিগণ সম্পর্কে অতিরিক্ত ভক্তি রোধ করতে হবে। মূর্তির, ছবি কবর বা স্মৃতিময় দ্রব্য এর বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

৪..শিরকের বাহন অর্থাৎ যেগুলো প্রকৃত শিরক নয় কিন্তু শিরকের দিকে ধাবিত করে, মানুষকে সেগুলো সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

৫..শিরকের কারণসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো সম্পর্কে সচেতন করতে হবে মানুষকে।

৬.. শিরকের ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করতে হবে।

৭..আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ এমনভাবে সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে যাতে ঈমান বিধ্বংসী এ সব শির্কী সংস্কৃতি আমাদেরকে স্পর্শ না করতে পারে।

৮..শির্ক অপসংস্কৃতি বিষয়ে লেখা, বক্তৃতা, সেমিনার ও সিম্পেজিয়ামের বেশি বেশি ব্যবস্থা হওয়া খুবই জরুরী।

৯..কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নার আলোকেই শির্ক অপসংস্কৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ প্রয়োজন, অন্যকোন মাধ্যম থেকে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

১০..এই শির্ক অপসংস্কৃতি রোধে সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা, বক্তা, খতীব ও লেখকদেরকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।

১১.দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহে শির্কের উপর বিস্তারিত পাঠ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১২. শিরক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যম গুলো চিহ্নিত করে সেগুলো বন্ধ করতে হবে।

১৩..শিরকের বিপরীত তাওহীদের প্রকার ও তার সুফল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

১৪.শিরকের আখড়া ও যারা শিরক করে তাদেরকে চিহ্নিত করা ও সেসব হতে দূরে থাকা।

১৫.. যে সকল বই-পত্র শিরকি আকিদা, এবাদত, কোথা-কাহিনী ও কথা-বার্তা দ্বারা ভরপুর সেগুলো নির্দিষ্ট করা এবং তা থেকে হুশিয়ার থাকা।

১৬.. শিরকের বিরুদ্ধে একাকী ও যৌথভাবে দাওয়াত। ও তাবলীগ করা।

১৭.. বেশি বেশি করে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করা।

اللهم إلى العود بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك
لما لا أعلم» رواه أحمد وعود

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লাম, ওয়া আস্তাগফিরুকা লিমা লা আ'লাম"

"হে আল্লাহ জেনে-বুঝে আপনার সাথে শিরক করা থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যা জানি না তার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" (হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামে' হা। নং ৩৭৩১।

বিদআত

বিদআত কাকে বলে

বিদ'আত শব্দের শাব্দিক অর্থ নব উদ্ভাবন বা অন অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদান । প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইবনু মানযুর লিখেন : "বিদ'আত অর্থ : নতুন সৃষ্ট এবং দীনের পূর্ণতার পর যা উদ্ভাবন করা হয়েছে" ।দ্বিতীয় অর্থটি মূলত পরিভাষিক। ইবনু ফারিস বিদ'আতের অর্থ লিখেন : পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করা, শুরু করা বা প্রচলন করা।

কেউ কেউ বলেন :

"দীনের মধ্যে আবিষ্কৃত পদ্ধতি, যা শরয়ী পদ্ধতির সামঞ্জস্য, এই পদ্ধতির উপর চলার উদ্দেশ্য হলো : আল্লাহ সুবহানাহুর ইবাদতের মধ্যে বৃদ্ধি করা।"

শরয়ী পদ্ধতি বলতে ইবাদতের সুন্নাত পদ্ধতি বুঝানো হয়েছে। কেননা সুন্নাত পদ্ধতি বা রাসূল সা.ইবাদত জাতীয় যে বিষয়ে তিনি যে পদ্ধতি উম্মতকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তাই শরয়ী পদ্ধতি। এর বাইরে কোনো শরয়ী পদ্ধতি নেই। শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত শুধুমাত্র ইবাদত কেন্দ্রিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। যেমন ধরুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটে সওয়ার হয়ে সফর করেছেন, যানবাহনের আবিষ্কার আজ আপনাকে বিমান আরোহন করাচ্ছে, আপনি বিমান আরোহন করে সফর করছেন। বিমান নব আবিষ্কার। উটের পরিবর্তে আপনি বিমান আরোহন করছেন। এটাকে শরয়ী বিদ'আত বলা যাবে না। কেননা উট বিমান কোনোটি ইবাদত নয়। এটি একটি বাহন মাত্র। তবে বাহনে সওয়ার হয়ে নবী সা. যে দো'আ পড়তেন, তিনি সফরের যে দো'আ পড়তেন তা ইবাদত। এই দো'আর মধ্যে কোনো সংযোজন বা বিয়োজন করার সুযোগ নেই। এই দো'আ তিনি যে পদ্ধতিতে পড়তেন আমাকেও সেই পদ্ধতিতেই পড়তে হবে। বিদ'আতের সম্পর্ক ইবাদতের বিষয় ও তার পদ্ধতির সাথে। বস্তুর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

কুরআন কারীম থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিদ'আত হচ্ছে এরূপ কর্ম যা করতে আল্লাহ নির্দেশ দেননি, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধার্মিক মানুষ তা উদ্ভাবন করে। আর বিদ'আতের প্রকৃতি এই যে, মানুষ যদিও ইবাদতের আগ্রহ নিয়েই তা উদ্ভাবন করে, কিন্তু তা সঠিকভাবে পালন করতে পারে না।মহান আল্লাহ খৃস্টানদের বিষয়ে বলেন:

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رضوان الله في
رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

"কিন্তু সন্ন্যাসবাদ- এতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উদ্ভাবন করেছিল, আমি তাদেরকে এর বিধান দেইনি, অথচ তাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। "(সূরা হাদীদ ২৭)

তেমনি রাসূল সা. ধর্মের বিষয়ে নব উদ্ভাবন বা বিদআত নিন্দনীয় বলে জানিয়েছেন।

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنُ الْهَدَي هَدِي مُحَمَّدٍ وَشَرّ الأُمورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي
النَّار" .ِ

"সত্যতম বাণী আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদের আদর্শ, সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো নতুন উদ্ভাবিত বিষয়, প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই "বিদ'আত" আর প্রতিটি "বিদ'আত"-ই পথ ভ্রষ্টতা এবং সকল পথভ্রষ্টতা জাহান্নামের মধ্যে। "(নাসাঈ,আস সুনান ৩/ ১৮৮)

পরিশেষে বলতে পারি যে রাসূল সা. যা করেননি বা বলেননি, অর্থাৎ তিনি যা করা বা বলা বর্জন করেছেন তা ইবাদতের উদ্দীপনায় করা বা বলা বা তাকে ইবাদত মনে করে করাকেই বিদাআত বলে।

বিদআতের প্রকারভেদ

বিদ'আতের প্রকারভেদ নিয়ে ওলামাগণের একাধিক রকমের বক্তব্য পাওয়া যায়। তাদের বক্তব্যের নিরিখে বিদ'আতকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়।

لبدعة الاعتقادية১. বিশ্বাসগত বিদ'আত

البدعة العملي২.কর্মগত বিদ'আত ।

البدعة الحسن৩.উত্তম বিদ'আত।

البدعة السيئة৪.নিকৃষ্ট বিদ'আত

.: البدعة للدين ৫.দ্বীনের প্রয়োজনে বিদ'আত।

.: البدعة في الدين *৬.দ্বীনের ভিতরে বিদ'আত।

9: البدعة الواجبة ৭.জরুরী বিদ'আত।

- لبدعة المباحة ৮.জায়েয বিদ'আত।

৯.নিষিদ্ধ বিদ'আত: البدعة المكروهة

.: البدعة البحرمة১০.অপছন্দনীয় বিদআত

১১। আরেক দল আলেমের মতে- বিদ'আতের কোন প্রকারভেদ নেই। বরং সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা)بدعة ضلالة) ।নিম্নে বিদ'আতের বিভিন্ন প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

বিদ'আতে 'ইতিক্বাদিয়্যাহ এর পরিচয়

যে সকল বিশ্বাসকে রাসুল (সা.) এর যুগে দ্বীনি বিশ্বাস হিসেবে গণ্য করা হতো না, সে সকল বিশ্বাসকে নতুন করে দ্বীনের মাঝে সংযোজন করাকে البدعة الاعتقادية বা বিশ্বাসগত বিদ'আত বলে। যেমন। বসরার মা'বাদ আল জুহানী নামক ব্যক্তি তাকদীর আগে থেকে লেখা থাকে, তা মানতে অস্বীকার করে বললো-

أَنْ لَا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُف.

'তাকদীর বলতে কিছু নেই এবং প্রত্যেক কাজ অকস্মাৎ সংঘটিত হয়।(সহীহ মুসলিম)।অথচ সে কুরআন তিলাওয়াত করে। দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনও করে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তাঁর ব্যাপারে বললেন-

فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِي.

'তুমি যখন এদের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাদেরকে জানিয়ে দিও তাদের সাথে আমার এবং আমার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

উল্লিখিত হাদীস থেকে বুঝা যায় البدعة الاعتقادية বা বিশ্বাসগত বিদ'আত মানুষকে কুফরীর দিকে ধাবিত করে। যার কারণে ইবনু ওমর (রা.) বিদ'আতীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেন ও বিদ'আতীর সালাম নিতে অস্বীকার করেন। এছাড়াও কবরে মোমবাতি জ্বালিয়ে, কবরকে সজ্জিত করে এবং আভয়-গোলাপ দিয়ে সুগন্ধময় করে কবরস্থ ব্যক্তির রূহানী দু'আ পাওয়া যাবে মনে করা। বিপদে পড়ে কবরস্থ

ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া, কুরআনকে মাখলুক মনে করা, জান্নাত ও জাহান্নাম এখনো তৈরী করা হয়নি মনে করা ইত্যাদি বিশ্বাসগত বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

মু'তাজিলা, যাহমিয়া, খারেজী, রাফেজী, কাদরিয়া ও মুরজিয়াসহ অন্যান্য বাতিল ফির্কাসমূহের নব আবিষ্কৃত আক্বীদাসমূহ বিদ'আতে ই'তেক্বাদীয়ার অন্তর্ভুক্ত। তারা এমন কিছু জঘন্য বিদ'আতী আক্বীদা আবিষ্কার করেছে যেগুলোর কারণে ইসলামের সাথে তারা সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন-

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الإِسْلَامِ نَصِيبٌ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ.

'আমার উম্মতের দু'টি দল এমন হবে যে, ইসলামে তাদের কোন অংশ থাকবে না। তারা হলো- মুরজিয়া ও কাদরিয়া।(সুনানে তিরমিজি)।আর এ জাতীয় বিদ'আতগুলোকে البدعة المكفرة বা কুফরিতে লিপ্তকারী বিদ'আতও বলা হয়।

বিদ'আতে আমালিয়্যাহ এর পরিচয়

রাসূল (সা.) ও সাহাবাগণের যুগে ইবাদত হিসেবে যে আমলগুলো করা হয়নি, সেগুলো আমল করাকেই বিদ'আতে আমালিয়্যাহ বা কর্মগত বিদ'আত বলে। এগুলো কয়েকভাবে বিভক্ত। যেমন-

বিদ'আতে হাসানা। যে নতুন বিষয়গুলোর ভিত্তি যা দলীল শরীয়তে বিদ্যমান আছে। তবে রাসূল (সা.) এর যুগে সেগুলো করার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে দ্বীনি প্রয়োজনে সেগুলোর উদ্ভাবন হয়। যেমন। জামায়াতে প্রত্যহ তারাবীহ নামাজ পড়া, মাদ্রাসা তৈরী করা, হাদীসের কিতাব সংকলন করা ইত্যাদি।

বিদ'আতে ছাইয়্যিয়াহ। দ্বীন মনে করে এমন ইবাদত করা যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। তা-ই বিদ'আতে ছাইয়্যিয়াহ। যেমন। ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালন করা।

বিদ'আত লিদ দ্বীন ও বিদ'আত ফিদ দ্বীন। উল্লেখ্য যে, বিদ'আত লিদ দ্বীন বলতে বিদ'আতে হাসানাকে বুঝানো হয়। আর বিদ'আত ফিদ দ্বীন বলতে বিদ'আতে ছাইয়্যিয়াহকে বুঝানো হয়।

বিদ'আতে ওয়াজিবাহ বা আবশ্যকীয় বিদ'আত। যা রাসূল (সা.) এর যুগে ছিল না, কিন্তু এখন তা প্রয়োজন। যেমন। কুরআন-হাদীস বুঝার জন্য ইলমে নাহু ও ছরফ শিক্ষা করা। হাদীসের মান নির্ধারণ ও বিশুদ্ধতা যাচাই করার জন্য উসূলে হাদীস রচনা করা।

বিদ'আতে মুবাহাহ বা জায়েয বিদ'আত। যেমন- খাবারে অধিক নতুনত্ব আনা।

বিদ'আতে মুহাররামাহ বা হারাম বিদ'আত। যেমন- গাইরুল্লাহর নামে যিকির চালু করা।

বিদ'আতে মাকরূহা বা অপছন্দনীয় বিদ'আত। যেমন- আযানের পূর্বে দরুদ ও সালাম পড়া।

বিদ'আতে দালালাহ ফকীহগণ কিছু সংখ্যক বিদ'আতকে হাছানাহ আবার কিছু সংখ্যক বিদ'আতকে ছাইয়্যেয়াহ বলাতে কিছু লোক বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। তারা ধরে নিয়েছে বিদ'আতে হাসানা যেহেতু আছে, সেহেতু ইসলামে কিছু বিদ'আতের অনুমোদন আছে। বরং তাদের ধারণা ঐ বিদ'আতগুলো উত্তমও বটে। অথচ রাসুল (সা.) বলেছেন- 'সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।(আবু দাউদ)

স্বয়ং সাহেবুল ওহী বলতেছেন- 'সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'বিদ'আতে হাছানাহ ও বিদ'আতে ছাইয়্যেয়াহকে ভালভাবে বুঝতে হলে বিদ'আত লিদ দ্বীন ও বিদ'আত ফিদ দ্বীনকে ভালভাবে বুঝা দরকার।বিদ'আত লিদ দ্বীনই হলো- বিদ'আতে হাছানাহ। এটা দেখতে নতুন মনে হলেও আসলে এটা নতুন নয়। যেমন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, পবিত্র কুরআনে হারাকাত প্রদান করা। মাদ্রাসা রাসূল (সা.) এর সময়েই ছিল। তিনি মসজিদে নববীতে, খোলা মাঠে বসে বা দারে আরকামে তা'লীম দিতেন। আর এখন ঘর বানিয়ে তা'লীম দেয়া হয়। সুতরাং তা'লীমের এ মূল বিষয়টি সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। এটি একেবারে নতুন আবিষ্কার নয়।

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআন হারাকাত ব্যতীত উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। যখন কেউ আলহামদু লিল্লাহ পড়বে তখন তাকে "।" (আলিফ) এর উপর যবর দিয়েই পড়তে হয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নতুন করে যবর দেননি। লিখা ছিল না,তিনি লিখেছেন মাত্র। ঠিক একইভাবে নাহু-ছরফ, ইলমুল কালাম, উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিসহ এসব বিষয়ের অবতারণা নতুন ইবাদত হিসেবে নয়। বরং কুরআন হাদীস বুঝার

ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে আবিষ্কার করা হয়েছে। তাই এগুলো মূলত বিদ'আত-ই নয়। বরং এগুলো সুন্নার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। মূলত বিদ'আত হলো- বিদ'আত ফিদ দ্বীন বা দ্বীনের ভিতরে নতুন কোন বিষয়কে ইবাদত হিসেবে চালু করা। যে বিষয়টির অবতারণার কোন প্রয়োজন ছিল না। রাসূল (সা.) ও সাহাবাগণ এরকম কোন বিষয়কে ইবাদত মনে করে আমল করেন নি।

প্রচলিত বিদআত সমূহ

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। সে সব সময় মানুষকে দিয়ে পাপ কাজ করানোর পেছনে লেগে থাকে। যখন সে মানুষকে ভালো কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না তখন বিদাআতের মতো গুনাহতে মানুষকে লিপ্ত করে। বিদাআত বর্তমানে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছে। তন্মধ্যে প্রচলিত কিছু বিদআত নিম্নে তুলে ধরা হলো ;

১. আযান ও ইকামাতের শুরুতে দরুদ ও সালাম পড়া।

২. মাথা ন্যাড়া করাকে উত্তম আমল মনে করা।

৩. নামাজে দাঁড়িয়ে মুসাল্লার দু'আ... ইন্নি ওয়াজ্জাহতু......

৪. নামাজের শুরুতে নাওয়াইতু আন এভাবে নিয়াতে পড়াকে সুন্নাত মনে করা

৫. নবীগণ (আ.) থেকে ছোট-খাটো যে কোন প্রকারের ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হওয়াকে নবুয়্যাতের শানের খেলাফ মনে করা।

৬. আযানের জবাবে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর স্থলে দরুণ পড়া

৭. 'আল্লাহর ওলীগণ মরেন না' এ জাতীয় কথা বিশ্বাস করা

৮. কালেমা তাইয়্যেবা পড়ার পর দরুদ শরীফ পড়া

৯. তাশাহাহদের বৈঠকে দুই উরুর উপর দুই হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে রাখা।

১০. শুধু 'ইল্লাল্লাহ' যিকির করা।

১১. ফরজ নামাজের পর 'সম্মিলিতভাবে' হাত তুলে মুনাজাত করাকে জরুরী মনে করা ।

১২. নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল নড়াচড়া করা যাবে না মনে করা।

১৩. আযানের শেষে হাত তুলে দু'আয়ে অসীলাহ পাঠ করা ।

১৪. 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' শুনে আঙ্গুলে চুমু খাওয়া।
১৫. মি'রাজের রাতে বিশেষ কোন নফল ইবাদাত করা।
১৬. ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন করা।
১৭. মাযহাব মানাকে সবার জন্য ফরজ মনে করা।
১৮. মাযহাব মানাকে সকলের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করা।
১৯. 'নারায়ে রিসালাত' বাক্যের উত্তরে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে ধ্বনি দেয়া।
২০. টঙ্গী বিশ্ব ইজতিমা মাঠে শুধু জুমু'আর নামায পড়ার জন্য গমন করা।
২১. আকীকাকে কুরবানীর সাথে একত্রিত করা।
২২. কদমবুচি করাকে সুন্নাত মনে করা।
২৩. মৃত ব্যক্তির জন্য ৩/৪ দিনে বা ৪০ দিনে বিশেষ দু'আর আয়োজন করা।
২৪. কুলুখ নিয়ে ৪০ কদম হাঁটাহাঁটি করা।
২৫. জানাযার নামাজের পর পর হাত তুলে দু'আ-মুনাজাত করা।
২৬. ফজরের নামাজের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত সমস্বরে তিলাওয়াত করা।
২৭. মিলাদ অনুষ্ঠানে 'কিয়াম' করাকে সাওয়াবের কাজ মনে করা ।
২৮. বসে বসে নফল নামাজ পড়াকে উত্তম মনে করা ।
২৯. তারাবীহ নামাজে চার রাকা'আত পর পর বিশেষ দু'আ পড়া ও মুনাজাত করাকে সুন্নাত মনে করা।
৩০. কোন মানুষকে 'গাউসুল আজম' মনে করা।
৩১. কবরকে মাজার বা রওজা বলা ।
৩২. হাজ্জের এক সফরে একাধিক ওমরাহ করাকে সুন্নাত মনে করা ।
৩৩. পোশাকের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কাটিংয়ের জামা, পাজামা, জুকা ও টুপিকে সুন্নাত মনে করা ।
৩৪. ফরজ নামাজের জামায়াত চলাকালে সুন্নাত নামাজের নিয়্যাত করা।
৩৫. 'রাসূল (সা.) মৃত্যুবরণ করেননি' এই আকীদা পোষণ করা।
৩৬. সকল নেক আমলের "ঈসালে সাওয়াব" করা।
৩৭. যিকির-আযকার ও ইসলামী গজলে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা।

৩৮. রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীন কায়েমের আবশ্যকতা অস্বীকার করা ।

৩৯. শবে বরাতের রোজা রাখা, হালুয়া রুটি খাওয়া।

৪০.সকল মিলাদ।(কারোর মৃত্যুর পর তার জন্য মিলাদ/চল্লিশা/কুলখানি করলে বিদআত হয় আর দিন নিদিষ্ট করে যেমন চল্লিশা মরার ৪০ দিন পর করা হয়, এমন দিন নিদিষ্ট করে করলে শিরক + বিদআত দুটিই হবে)

৪১.জোরে জোরে চিল্লিয়ে জিকির করা।

৪২. হাল্কায়ে জিকির,ইসকের জিকির লাফালাফি,নাচানাচি জিকির।

৪৩.প্রচলিত/তথাকথিত পীর-মুরীদি মানা বিদাআত ও শিরক।

৪৪.খতমে ইউনুস,তাহলীল, খতমে কালিমা, বানানো দরুদ পড়া, এবং যত প্রকার তাজবীহ খতম আছে সবই বিদাআত, তাজবীহ দানা গননা করাও বিদাআত।

৪৫.জন্মদিন, মৃত্যুদিবস,মা, বাবা দিবস বিবাহবার্ষিকী, ভ্যালেন্টাইন ডে, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি দিবস পালন করা।

৪৬.ওরস পালন করা।কবর পাকা, কবর সাজানো, লাইটিং করা।

৪৭.কোরআন, সহীহ্ হাদীসের বাহিরে যত দোয়া, দুরুদ, জিকির, কালেমা আছে সবই বিদাত।

৪৮.জাক-জোমক ভাবে খাৎনার অনুষ্ঠান করা।

৪৯.সফরে কসর না পড়ে নিয়ম মত সালাত আদায় করা।

৫০.আশুরার দিন সাতদানার শিরণী পাকান সওয়াবের কাজ মনে করা।

বিদআত প্রকাশের কারণ

আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণই বিদআত ও সকল প্রকার গোমরাহী থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وان هذا صراطي مستقيما فالغرة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سله(

অর্থঃ এটিই আমার সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এই সঠিক পথের অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের দিকে গমণ করোনা। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর সঠিক পথ হতে বিপদগামী করে দিবে। (সূরা আনআমঃ ১৫৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে

মাসউদ (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছে নবী (সাঃ) এআয়াতের অর্থকে অতি সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمًا خطا ثُمَّ قَالَ هذا سبل الله ثم خط خطوط عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا (وأن هذا صراطي مستقيما فالعُوة ولا تشبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله(

অর্থঃ রাসূল (সাঃ) আমাদের সামনে মাটিতে একটি রেখা টানলেন। সে রেখার উপর হাত রেখে বললেন, এটি হল আল্লাহর পথ। অতঃপর সে রেখার ডানে ও বামে আরো অনেক গুলো রেখা অঙ্কন করে বললেন, এ সবগুলোই পথ। তবে এ সব পথের মাথায় একটি করে শয়তান দাড়িয়ে আছে। সে সদাসর্বদা মানুষকে ঐ পথের দিকে আহবান করছে। একথা বলার পর রাসূল (সাঃ) কুরআনের ঐ আয়াতটি পাঠ করেছিলেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাতের পথ থেকে বিমুখ হবে, বিদআতী ও ভ্রান্ত পথগুলো তাকে নিজের দিকে টেনে নিবে।যে সমস্ত কারণে মুসলিম জাতির ভিতরে বিদআতের উৎপত্তি হয়েছে, সে কারণগুলো সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ-

১) দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতাঃ

সময় যতই অতিবাহিত হয়েছে এবং মানুষ যখনই নবুওয়াতের সংস্পর্শ থেকে দূরে অবস্থান করেছে, তখনই ইসলাম সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের কমতি দেখা দিয়েছে এবং মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

قالة من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين المسكوا بها وعضوا عليها بالتواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة(

অর্থঃ আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে। তোমরা দ্বীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদআত। আর প্রতিটি বিদআতের পরিণাম গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা। (আবু দাউদ তিরমিযী)

তিনি আরো বলেন,

إن الله لا يقبض العلم البراغا ينتزعة من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا
(لم يبق عالما الحد النَّاسَ رُءُوسًا جَهَالًا فَسُئِلُوا فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا

অর্থঃ আল্লাহ মানুষের অন্তর থেকে দ্বীনি ইলমকে টেনে বের করে নিবেন না। কিন্তু ইলমকে উঠিয়ে নিবেন আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত যখন কোন আলেম জীবিত থাকবেন না, মানুষেরা তখন মূর্খ লোকদেরকে নিজেদের নেতা নির্বাচন করবে। তাদেরকে দ্বীনের কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বিনা ইলমেই তারা ফতোয়াবাজীতে লিপ্ত হবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হওয়ার সাথে সাথে মানুষদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।'(বুখারী ও মুসলিম)

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও জ্ঞানী লোক ব্যতীত বিদআতের মুকাবেলা করার মত কোন শক্তি নেই। যখন জ্ঞান ও জ্ঞানীগণ উঠে যাবেন, তখন বিদআত ও বিদআতীদের পক্ষে সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২) **প্রবৃত্তির অনুসরণঃ**

এটাই স্বাভাবিক যে, কোন লোক যখন আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সাঃ) সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে, তখন সে আপন প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত হবে। যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন,

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم ألما يتبعون أهواءهم ومن أصل ممن السع هواة بغير هدى من
(ِالله إن اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الظَّالِمِين

অর্থঃ অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জেনে নিন যে, তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না। (সূরা কাসাসঃ ৫০) আল্লাহ আরো বলেন,

افزايت من الحد إلهة هواة واصلة الله على علم وحتم على سمعه وقلبه وجعل على نصره
(غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون

অর্থঃ আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন? যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন আর তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবে? অতএব তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করনা? (সূরা

আল-জাসিয়াঃ ২৩) সুতরাং আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ বিদআতের পথকে উন্মুক্ত করে।

৩) আলেমদের অন্ধ অনুসরণঃ

আলেম ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ মানুষকে দলীল-প্রমাণের অনুসরণ এবং সত্য জানার আগ্রহ ও তা কবুল করার পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كان آباؤهم لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ(

অর্থঃ যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে থাকে আমরা বরং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না এবং সত্য পথপ্রাপ্তও ছিলনা। (সূরা বাক্বারাঃ ১৭০) বর্তমান যুগের কতক মাজহাবপন্থী, সুফী ও কবর পুজারীদের একই অবস্থা। তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ডাকা হলে এবং কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আমলসমূহ বর্জন করতে বলা হলে তারা তাদের মাজহাব, মাশায়েখ এবং বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে থাকে।

৪) **কাফির-মুশরিকদের সাদৃশ্য করাঃ**

বিধর্মী কাফের-মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য রাখা নতুন নতুন বিদআত সৃষ্টির বিরাট একটি কারণ। আবু ওয়াকেন আল- লাইহী (রাঃ) এর হাদীছে একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সাঃ)এর সাথে হুনাইন যুদ্ধের জন্য বের হলাম। আমরা ছিলাম নতুন মুসলমান। আমরা দেখলাম মুশরিকদের জন্য একটি বড়ই গাছ রয়েছে। তারা সেখান থেকে বরকত লাভের আশায় নিজেদের অস্ত্র ঐ গাছে ঝুলিয়ে রাখে। গাছটির নাম ছিল। জাতু আনওয়াত অর্থাৎ বরকতময় বৃক্ষ। আমরা সে গাছটির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)। তাদের জন্য যেমন বরকতময় বৃক্ষ রয়েছে, আমাদের জন্যও একটি বরকতময় বৃক্ষ নির্ধারণ করে দিন। যাতে আমরা যুদ্ধের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখব এবং বরকত হাসিল করব। রাসূল (সাঃ) তাদের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "আল্লাহু আকবার" নিশ্চয় এটি একটি পথ। ঐ সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, তোমরা

এমন রীতি-নীতির কথা বললে যেমনটি বলেছিল বনী ইসরাইল সম্প্রদায় আল্লাহর নবী মুসা (আঃ)কে। আল্লাহ বলেন,

(قالوا يا موسى اجعل لنا إنها كما لهم آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُون

অর্থঃ তারা বলেছিল, হে মূসা। তাদের জন্য যেমন মা'বুদ রয়েছে, আমাদের জন্যও অনুরূপ একটি মা'বূদ নির্ধারণ করে দিন। মুসা (আঃ) বললেন, নিশ্চয় তোমরা একটি মূর্খ জাতি। (সূরা আরাফঃ ১৩৮) অতঃপর নবী (সাঃ) বললেন, তোমরা তো দেখছি অবশ্যই অতীত জাতিসমূহের পথের অনুসরণ করবে।(তিরমিযী)

বর্তমান কালেও একই অবস্থা। অধিকাংশ মুসলমান বিদআত ও শিকী কর্মসমূহে কাফের-মুশরেকদের অনুসরণ করে চলেছে। যেমন ঈদে মীলাদুন নবী, বিভিন্ন উপলক্ষে দিন ও সপ্তাহ পালন করা, ধর্মীয় বিভিন্ন উপলক্ষে অনুষ্ঠান পালন করা, নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তি তৈরী করা, স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা, মাতম করা, মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার বিদআতের প্রচলন করা, কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা ইত্যাদি

৫)বিদাআতীর সহচর্য

বিদআতী ব্যক্তির সহচর্যে অন্য মানুষকে সহজেই বিদআতের দিকে প্ররোচিত করে। এটি বিদআত প্রকাশের অন্যতম আরেকটি কারণ।

৬)**ওলামাদের নীরবতা ও স্বার্থান্বেষীতা**

আল্লাহ পাক বলেন,

و ولتكن منكم أنه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأوليك هم المقبلون.

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও আসংকার্য থেকে নিষেধ করবে এবং তারাই হবে সফলকাম। (আলে ইমরান ১০৪)

কিন্তু এই উম্মাহ যে সমস্ত বিপদ ও দুর্বলতার সম্মুখীন, তার মধ্যে উলামাদের আলস্য ও নীরবতা অন্যতম। আল্লাহর অর্পিত এই মহান দায়িত্ব পালনে উলামাগণ তোষামদ ও মনোরঞ্জনের পথ অবলম্বন করেছেন। উদরপূর্তি, অর্থ লাভ, কিছু আনন্দোপভোগ, পদ ও গদি বহাল প্রভৃতি স্বার্থলাভের খাতিরে বিদআত থেকে নিষেধ করা তো দূরের

কথা বরং তাতে নীরব দশকের ভূমিকা পালন করে।কখনো কখনো বা তারা এই বিদাআতী কার্যকলাপে শরিকও হয়। আলেমদের এই কার্যকলাপ বিদাআত প্রকাশের অন্যতম আরেকটি কারণ।

৭)যয়ীফ ও জাল হাদিসের উপর ভিত্তিকরণ

যয়ীফ ও জাল হাদিস কে কেন্দ্র করেও অনেক ধরনের বিদআত প্রকাশ পেয়ে থাকে। যেহেতু মানুষ এগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখে না তাই তারা সহজেই বিদআতে লিপ্ত হয়।

বিদআতের পরিণতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজনই বিদআত। এই বিদাআত মানুষকে কুফর এর দিকে নিয়ে যায়। যার ফলে আস্তে আস্তে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হতে থাকে। আর বিদাআত নামের এই ভ্রষ্টতা মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। নিম্নে বিদাআতের কিছু পরিণতি তুলে ধরা হলো :

(১) বিদআত মানুষকে পথভ্রষ্ট করে

নবী কারীম সা. যা উম্মতের জন্য নিয়ে এসেছেন তা হল হক। এ ছাড়া যা কিছু ধর্মীয় আচার হিসাবে পালিত হবে তা পথভ্রষ্টতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

فماذا بعد الْعَن إِلَّا الطلال يونس :৩২

অর্থ: হক আসার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি থাকে? (সূরা ইউনুস। ৩২)

রাসূলে কারীম সা. বলেছেনঃ

كل بدعة صلالة

অর্থ: সকল ধরনের বিদআত পথভ্রষ্টতা। (মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

(২) বিদআত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য থেকে মানুষকে বের করে দেয় এবং সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটায়।

কেননা বিদআত অনুযায়ী কেউ আমল করলে অবশ্যই যে এক বা একাধিক সুন্নাত পরিত্যাগ করে। উলামায়ে কিরাম বলেছেনঃ "যখন কোন দল সমাজে একটা

বিদআতের প্রচলন করে, তখন সমাজ থেকে কম করে হলেও একটি সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়।"

রমজানের শেষ দশ দিনের রাতসমূহে রাত জেগে ইবাদাত-বন্দেগী করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু ১৫ শাবানে রাত জাগাকে যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়,তেমনিভাবে এ সুন্নাতী আমলের প্রচলন দেখা যায় না। বরং শবে কদরের মূল্যায়ন দিয়ে দেয়া হচ্ছে শবে বরাতকে।ফরয সালাত আদায়ের পর সর্বদা নিয়মিতভাবে জামাতবদ্ধ হয়ে মুনাজাত করা একটি বিদআত।

এটা আমল করার কারণে ফরয সালাত আদায়ের পর যে সকল যিকির আযকার সুন্নাত হিসাবে বর্ণিত আছে তা পরিত্যাগ করা হয়। এভাবে প্রতিটি বিদআত একটি সুন্নাতকে অপসারিত করে তার স্থান দখল করে নেয়।

(৩) **বিদআত আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃত করে।**

এর জ্বলন্ত উদাহরণ আজকের খৃষ্টান ধর্ম। তারা ধর্মে বিদআতের প্রচলন করতে করতে তার মূল কাঠামো পরিবর্তন করে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পথভ্রষ্ট হিসাবে অভিহিত হয়েছে। তাদের বিদআত প্রচলনের কথা আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ورعاية الدعوها ما كنتها عليهم إلا البيضاء رضوان اللهو الحديد٧

অর্থঃ আর সন্ন্যাসবাদ। এটাতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় প্রচলন করেছিল। আমি তাদের এ বিধান দেইনি। (সূরা হাদীদ। ২৭)

সন্ন্যাসবাদ তথ্য বৈরাগ্যবাদের বিদআত খৃষ্টানেরা তাদের ধর্মে প্রবর্তন করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল। উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি। কিন্তু ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত যে কোন কাজ করলেই তা গ্রহণযোগ্য হয় না। এ জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর অনুমোদন প্রয়োজন। এভাবে যারা ধর্মে বিদআতের প্রচলন করে তাদের অনেকেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভাল থাকে। কিন্তু তাতে নাজাত পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানেরা তাদের ধর্মে অন্য জাতির রসম-রেওয়াজ ও বিদআত প্রচলন করে ধর্মকে এমন বিকৃত করেছে যে, তাদের নবীগণ যদি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন তাহলে তাদের রেখে যাওয়া ধর্ম তাঁরা নিজেরাই চিনতে পারবেন না। এমনিভাবে আমাদের মুসলিম সমাজে শিয়া সম্প্রদায় বিদআতের প্রচলন

করে দ্বীন ইসলামকে কিভাবে বিকৃত করেছে তা নতুন করে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

(৪) **বিদআত ইসলামের উপর একটি আঘাত।**

যে ইসলামে কোন বিদআতের প্রচলন করল সে মূলতঃ অজ্ঞ লোকদের মত এ কথা স্বীকার করে নিল যে, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান নয়, তাতে সংযোজনের প্রয়োজন আছে। যদিও সে মুখে এ ধরনের বক্তব্য দেয় না, কিন্তু তার কাজ এ কথার স্বাক্ষী দেয়। অথচ আল্লাহ বলেনঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। (সূরা মায়িদা, আয়াত। ৩)

৫) **বিদআত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে খিয়ানাতের এক ধরনের অভিযোগ।**

যে ব্যক্তি কোন বিদআতের প্রচলন করল বা আমল করল আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন 'এ কথা বা কাজটি যে ইসলাম ধর্মে পছন্দের বিষয় এটা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন?' তিনি উত্তরে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলবেন। যদি 'না' বলেন, তাহলে তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সা. কম জানতেন। আর যদি 'হ্যাঁ' বলেন, তাহলে তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, আল্লাহর রাসূল সা. বিষয়টি জানতেন, কিন্তু উম্মাতের মধ্যে প্রচার করেননি। এ অবস্থায় তিনি তাবলীগে শিথিলতা করেছেন। খিয়ানত করেছেন আমানতের ব্যাপারে। (নাউযুবিল্লাহ।)

(৬) **বিদআত মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে ও ঐক্য-সংহতিতে আঘাত হানে**

বিদআত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শত্রুতা ও বিবাদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাদের মারামারি হানাহানিতে লিপ্ত করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, একদল লোক মীলাদুন্নবী পালন করল। আরেক দল বিদআত হওয়ায় তা বর্জন ও বিরোধিতা করল। যারা এটা পালন করল তারা প্রচার করতে লাগল যে, অমুক দল আল্লাহর রাসূল সা. জন্মদিনে আনন্দিত হওয়া পছন্দ করে না। তাঁর গুণ-গান করা তাদের কাছে ভাল লাগে না। তাদের অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত নেই। যাদের অন্তরে রাসূল সা. মুহাব্বত নেই তারা বেঈমান। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের দুশমন। আর এ ধরনের প্রচারনায় তারা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের দুশমনে পরিণত হয়ে হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ল।

এভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই বিদআতকে গ্রহণ ও বর্জনের প্রশ্নে মুসলিম উম্মাহ শিয়া ও সুন্নী এবং পরবর্তী কালে আরো শত দলে বিভক্ত হয়ে গেল। কত প্রাণহানির ঘটনা ঘটল, রক্তপাত হল। তাই মুসলিম উম্মাহকে আবার একত্র করতে হলে সকলকে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে আহবান ও বিদআত বর্জনের জন্য অহিংস ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় পরম ধৈর্যের সাথে আন্দোলন করতে হবে।

(৭) বিদআত 'আমলকারীয় তাওবা করার সুযোগ হয় না।

বিদআত যিনি প্রচলন করেন বা সেই অনুযায়ী আমল করেন তিনি এটাকে এক মহৎ কাজ বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন এ কাজে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হবেন। যেমন আল্লাহ খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলেছেন তারা ধর্মে বৈরাগ্যনাদের বিদআত চালু করেছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। যেহেতু বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি বিদআতকে পাপের কাজ মনে করেন না, তাই তিনি এ কাজ থেকে তাওবা করার প্রয়োজন মনে করেন না এবং তাওবা করার সুযোগও হয় না। অন্যান্য পাপের বেলায় কমপক্ষে যিনি পাপে লিপ্ত হন তিনি এটাকে অন্যায় মনে করেই করেন। পরবর্তীতে তার অনুশোচনা আসে, এক সময় তাওবা করে আল্লাহ তাআলার ক্ষমা লাভ করেন। কিন্তু বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তির এ অবস্থা কখনো হয়

(৮) বিদআত প্রচলনকারী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফাআত পাবে না।

রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গুনাহগার উম্মাতের শাফায়াতের ব্যাপারে হাশরের ময়দানে খুব আগ্রহী হবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অনুমতি লাভকরার পর তিনি বহু গুনাহগার বান্দা-যাদের জন্য শাফাআত করতে আল্লাহ তাআলা অনুমতি দেবেন-তাদের জন্য শাফাআত করবেন। কিন্তু বিদআত প্রচলনকারীর জন্য তিনি শাফাআত করবেন না। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেনঃ

ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، ألا وإني مستنقد أناسا ومستنقد مني أناس، فاقول يا رب أصيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، (رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه)

অর্থঃ শুনে রাখা হাউজে কাউছারের কাছে তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে। তোমাদের সংখ্যার আধিক্য নিয়ে আমি গর্ব করব। সেই দিন তোমরা আমার চেহারা মলিন করে দিওনা। জেনে রেখ! আমি সেদিন অনেক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাব। কিন্তু তাদের অনেককে আমার থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া হবে। আমি বলবঃ হে আমার প্রতিপালক! তারা তো আমার প্রিয় সাথী-সংগী, আমার অনুসারী। (কেন তাদের দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে?) তিনি উত্তর দেখেন, আপনি জানেন। না, আপনার চলে আসার পর তারা ধর্মের মধ্যে কি কি নতুন বিষয় আবিষ্কার করেছে। (ইবনে মাজাহ)

অন্য এক বর্ণনায় আছে এর পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাদের উদ্দেশে বলবেন: দূর হও! দূর হও!!

(৯) বিদআত মুসলিম সমাজে কুরআন ও হাদীসের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়

কুরআন ও সুন্নাহ হল মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের রক্ষা কবচ। ইসলাম ধর্মের অস্তিত্বের একমাত্র উপাদান। তাইতো বিদায় হজেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যতক্ষণ তোমরা তা আঁকড়ে রাখবে ততক্ষণ বিভ্রান্ত হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাত।

বিদআত অনুযায়ী আমল করণে কুরআন ও সুন্নাহর মর্যাদা মানুষের অন্তর থেকে কমে যায়। 'যে কোন নেক আমল কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে' এ অনুভূতি মানুষের অন্তর থেকে ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। তারা কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি বাদ দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, পীর-মাশায়েখ ও ইমামদের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে।

১০) বিদআত প্রচলনকারী অহংকারের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে ও নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে দ্বীনকে ব্যবহার ও বিকৃত করতে চেষ্টা করে।

বিদআত প্রচলনকারী তার নিজ দলের একটি আলাদা কাঠামো দাঁড় করিয়ে ব্যবসায়িক বা আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য এমন কাজের প্রচলন করে থাকে যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় রূপ লাভ করলেও কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত হয় না।

বিদআত নির্মূলে উম্মাতে মুসলিমার করণীয়

বিদাআত একটি জঘন্য গুনাহ। মুসলিমদের মধ্যে বিদআত চালু করার মাধ্যমে শয়তান তার ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। মুসলিম সমাজে বিদআত চালু করার পেছনে শয়তানের কি জঘন্য মনোবৃত্তি কার্যকর তা হাদীসে স্পর্ষ নির্দেশ করা আছে। ইরশাদ হচ্ছে-

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن إبليس قال أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. رواه ابن أبي عاصم.

'হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইবলীস বলে, আমি বনী আদমকে বরবাদ করছিলাম তাদেরকে গুনাহে পতিত করার দ্বারা। আর তারা আমার সকল মেহনত বরবাদ করে দেয় ইস্তিগফার করার দ্বারা। যখন দেখলাম আমি ঠকে যাচ্ছি তখন ভিন্ন পদ্ধতি শুরু করলাম। এখন আমি তাদের বরবাদ করছি বিদআতে লিপ্ত করার দ্বারা। তারা এটিকে নেক আমল জ্ঞান করে নিজেদেরকে হিদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করছে। ফলে এখন তারা ইস্তিগফারের চিন্তাও করে না।'তাই বিদআত সম্পর্কে আমাদের খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বিদাআত নির্মূলে আমাদের করণীয় নিম্নরূপ:

১.আল্লাহ তায়ালার বাণী কোরআন রাসুল সা. এর সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আটকে ধরা।

২.কুরআন ও সুন্নাহর দলীল তালাশ করা।

যেকোনো বিষয়কে যখন শরীয়তের অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে, অবশ্যই তা কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া লাগবে। যেটা কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হবে না সেটা দ্বীনের অংশ হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم.ْ

'তোমরা আল্লাহর অনুসরণ কর, রাসূলের অনুসরণ কর এবং তোমাদের দায়িত্বশীলগণের অনুসরণ কর(সূরা নিসা ৫৯)

৩. প্রদত্ত দলীল সহীহ কি-না তা-ও যাচাই করা।

এমন অনেক বিদ'আতী আলিম আছেন, যারা বিদ'আতের পক্ষে অসংখ্য দলীল উপস্থাপন করে থাকেন। তাদের উপস্থাপিত দলীল দেখে কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন- দলীল যেহেতু আছে, সেহেতু এগুলো বিদ'আত হয় কি করে? আসলে বাস্তবতা হলো- দলীল থাকলেই তো হবে না। প্রদত্ত দলীলটা সঠিক কি-না, যে কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে, তা আদৌ সে কিতাবে আছে কি-না, তা যাচাই করা আবশ্যক। তাই যখন কোন আমল নিয়ে সুন্নাত কি বিদ'আত বিতর্ক উঠবে, তখন ঐ আমলটি আর নিশ্চিন্তে চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়। বরং নিজেকে বিদ'আত মুক্ত রাখার চিন্তা মাথায় নিয়ে নিজের নাজাতের জন্য প্রদত্ত দলীল যাচাই করার সামর্থ থাকলে তা অবশ্যই যাচাই করা উচিৎ। এভাবে যাচাই করার মন-মানসিকতা তৈরী হলে অনেক বিদ'আত বিলুপ্ত হবে, ইনশাআল্লাহ।

৪. পীর-বুযুর্গ ও আলেম-ওলামাগণের কথা বা কাজকে দলীল মনে না করা।

পীর-বুযুর্গ, আলেম-ওলামাগণ উস্তাজতুল্য। তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান বিতরণ করে থাকেন। তাঁরা নিঃসন্দেহে সম্মানীয়। কিন্তু তাঁরা অনুকরণীয় আদর্শ নয়। অনুকরণীয় আদর্শ হলেন একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُون.

'তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অনুসরণ কর। আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন গুলী-আওলিয়ার অনুসরণ করো না। আর তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর(সূরা আরাফ: ৩)

৫. রসম-রেওয়াজ ও বাপ-দাদাদের কর্মকে বিনা বিচারে গ্রহণ না করা:

ইসলাম অহী ভিত্তিক ধর্ম, রসম-রেওয়াজ ভিত্তিক ধর্ম নয়। তাই বাপ-দাদা কি আমল করেছে এসব ভাবনার সুযোগ ইসলামে নেই। বরং কুরআন-হাদীস কী বলে সেটাই হলো মুখ্য। তাই দলীল বিহীন কোন আমল রসম-রেওয়াজ ও বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে চালিয়ে যাওয়া জায়েয নেই। এই প্রবণতা মক্কার মুশরিকরা লালন করতো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا.

'যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ও রাসূলের দিকে আস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট, যার উপর আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি(সূরা মায়েদা ১০)

তবে হ্যাঁ, রসম-রেওয়াজ ও বাপ-দাদাদের কোন চিন্তা ও কর্ম যদি কুরআন-সুন্নাহর দলীলের সাথে মিলে যায়, তাহলে তার আলোকে আমল চালিয়ে যেতে বাধা নেই।

৬. স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহামকে দলীল মনে না করা:

অহী ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে কোন দ্বীনি কর্ম সাব্যস্ত হতে পারে না। তবে নবীগণের স্বপ্নও অহীর অন্তর্ভুক্ত। তাই নবীগণের স্বপ্ন দ্বারা শরঈ বিধান সাব্যস্ত হয়। মা আয়েশা (রা.) বলেছেন-

أَوَّلُ مَا بَدِي بِهِ رَسُولُ اللهِ ال مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْم. ِ

'আল্লাহর রাসূল (সা.) এর নিকট সর্বপ্রথম যে অহী আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে।(সহিহ বুখারী)

তবে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন দ্বারা শরঈ বিধান সাব্যস্ত হয় না।

৭.হাদিস বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করতে হবে

৮.দেশের সাধারণ মানুষকে দেশের হক্কানী আলেমগণ এ ব্যাপারে বুঝাতে হবে।

৯.প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে বিদাআতের ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করতে হবে।

১০.সওয়াবের কাজ মনে করে করা বিদআত গুলোর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে।

উপসংহার

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ধর্ম । যা পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং সর্বাঙ্গসুন্দর কানুন ও সংবিধানরূপে মানুষের নিকট আগত। যার না কিছু পরিত্যাজ্য এবং না তাতে কোন অতিরিক্ত সংযোজন ও অতিরঞ্জন গ্রহণযোগ্য। যার মূল উৎস আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ। যা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করলে কোন শিরকে বা বিদআতে পড়ার কোন আশঙ্কা অবশিষ্ট থাকে না।

মানুষের কাঙ্খিত জান্নাত পাওয়ার জন্য শর্ত হলো দু'টি। ১. ঈমান ও ২. নেক আমল।তবে ঈমান হওয়া লাগবে শিরক মুক্ত। আর আমল হওয়া লাগবে বিদ'আত মুক্ত। শিরক করলে যেমনি ঈমান বিনষ্ট হয়। ঠিক তেমনি বিদ'আত করলে আমল বিনষ্ট হয়। বিদ'আত মানুষকে কুফরী পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়।

শিরক ও বিদআত আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ বিদআত হল শিরকের জন্মদাতা। পৃথিবীতে যুগে যুগে যে শিরকের উৎপত্তি ঘটেছে তার সবগুলোই বিদআত থেকে সৃষ্ট। তাই বিদআতের পরিণতি হল শিরক।

তাই প্রিয় পাঠকবৃন্দ, সব কাজে সকল ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র অবলম্বন হতে হবে আল কুরাআন। রাসূলের সুন্নাহ। তাতেই মুক্তি এবং তাতেই প্রশান্তি। তাই সর্বতোভাবে শিরক ও বিদআত থেকে সতর্ক থাকতে হবে। পরিত্যাগ করতে হবে কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী সকল আচার-প্রচলন। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে জানার ও মানার তাওফীক দান করুন।। আমীন।।